CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 April, 2023 ■ আগরতলা ১ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১৭ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাসন্তী পূজার দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা। শুক্রবার আগরতলায় তোলায় নিজস্ব ছবি।

আদালতের রায়ে চিটফান্ডের আরও তিনটি মামলা গেল সিবিআই'র হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। তিনটি চিটফান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে পৃথক তিন ব্যাক্তির মামলা নিজেদের হাতে নিয়ে তদন্ত করার জন্য খোয়াই জেলা আদালতে আইনীভাবে অনুমতি চেয়েছিল সিবিআই-এর স্পেশাল টিম।

এরই পরিপেক্ষিতে আদালত সবকিছু বিচার বিশ্লেষন করে রাজ্য পুলিশের হাত থেকে মামলাগুলি সিবিআই তথা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার রায় দেন। উল্লেখ সাপোর্ট ইন্ডিয়া সহ আরও দুটি চিটফান্ড কোম্পানি অন্যান্য চিটফান্ড কোম্পানির ন্যায় কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় সাধারন মানুষের। শুক্রবার খোয়াই জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবি আদালতের রায় দানের পর সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

বিল পরিশোধ না করায় সরকারি মার্কেট স্টলে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। শুক্রবার অমরপুর মোটরস্ট্যান্ড, সুপার মার্কেট, ব্লক চৌমুহনি, হাসপাতাল চৌমুহনি সহ নগর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার সরকারি স্টলের বকেয়া বিল পরিশোধ না করায় অমরপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্টল সিল করে দেওয়া হয়।

অভিযানে নেতৃত্বে ছিলেন ডিসিএম ধীরেন্দ্র দেবনাথ সহ অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আধিকারিকরা। ডিসিএম ধীরেন্দ্র দেবনাথ জানান, অমরপুর নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বহু সরকারি স্টলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠারমুড়া পাহাড়ে ধস বহু বাড়ি ঘর তছনছ

ক্ষতিপূরণের দাবীতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ মার্চ।। আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত'রা সহ এলাকাবাসীদের জাতীয় সড়ক অবরোধ। এই মাটি কাটার ফলে এলাকার আরো বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ধসে পড়ার আশঙ্কা। ফলে ৪৬ টি পরিবারকে শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে বলে খবর এলাকা সূত্রে। ঘটনা, মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অধীন আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৫ মাইল এলাকায়।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন। ছবি নিজস্ব।

সংবাদে প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরেই আঠারোমুড়া পাহাড়ে জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার কাজ চলছে বহিঃ রাজ্যের একটি ঠিকেদার সংস্থা কতৃক। যথারীতি পাহাড় কেটে জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করা হচ্ছে। আর এই পাহাড় কাটার ফলে গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ আঠারোমুড়া পাহাড়ের ৪৫ মাইল এলাকায় পাহাড়িটিলা ভূমিতে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজনদের বাড়িঘর ধসে পড়ে বলে অভিযোগ। মাটি কাটার ফলে পাহাড় ধসে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ২৩টি পরিবার। বর্তমানে আরো বিশাল পাহাড় জুড়ে দেখা দিয়েছে ফাটল। ফলে ৪৫ মাইল এলাকার ওই পাহাড়ি ভূমিতে বসবাসকারী আরো কয়েকটি পরিবারের বাড়িঘর ধসে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

এই সম্পূর্ণ ঘটনা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে এবং এলাকাবাসীদের এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে শুক্রবার দিন ৪৫ মাইল এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে কেউ বলতে পারবে না ছাপ্পা ভোট হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। শুক্রবার বিকালে রাজধানীর গ্র্যান্ডুইচ চৌমুহনী এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে স্মার্ট সিটি লিমিটেড এবং আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত তিনটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এইদিন ফলক উন্মোচন করে প্রকল্প তিনটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান রাজ্য সরকার কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী। এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে কেউ বলতে পারবে না ছাপ্পা ভোট হয়েছে। আগে নির্বাচন হলে মানুষ আতঙ্কে থাকত। এইবার সুন্দর ভাবে নির্বাচন হওয়ার পরও নিন্দুকরা ঝামেলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। পুলিশ দিয়ে সবকিছু করা সম্ভব নয়। গুণ্ডামি করে নির্বাচন করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মানুষকে। মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। বিজেপি-আইপিএফটি সরকার মানুষের জন্য কাজ করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দিপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা।

রাজ্য সরকার কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী। এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে কেউ বলতে পারবে না ছাপ্পা ভোট হয়েছে। কোথাও কোন সমস্যা হয়নি। আগে নির্বাচন হলে মানুষ আতঙ্কে থাকত। এইবার সুন্দর ভাবে নির্বাচন হওয়ার পরও নিন্দুকরা ঝামেলা সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। ব্যক্তিগত ঝামেলাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস দেশের মধ্যে তিনটি রাজ্যে হয়ে থাকে। এই রাজ্য গুলি হল ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল। এই সংস্কৃতি থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বেরিয়ে আসছে। পুলিশ দিয়ে সবকিছু করা সম্ভব নয়। গুন্ডামী করে নির্বাচন করার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে মানুষকে। মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। বিজেপি-আইপিএফটি সরকার মানুষের জন্য কাজ করেছে। তার জন্য নির্বাচনের পূর্বে সরকার বিরোধী হাওয়া ছিল না। তারপরও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে আগরতলা গ্র্যান্ডুইচ চৌমুহনি এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মার্ট সিটি লিমিটেড এবং আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত তিনটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। তিনি আরও বলেন মানুষের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাসন্তী পূজার দশমীতে বিষাদের সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। সিঁদুর খেলা, একটি বাংলা হিন্দু ঐতিহ্য। যেখানে দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে বিবাহিত মহিলারা একে অপরকে সিঁদুর মাখিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। শুক্রবার ছিল বাসন্তী পূজার দশমী। বাসন্তী পূজার দশমী পূজা শেষে মণ্ডপে মণ্ডপে মহিলারা মাকে বিদায় জানানোর পাশাপাশি বরণ করে নেন।

মূলত পূজা শেষে বিজয়া দশমীর দিনে বিবাহিত হিন্দু নারীরা দেবী দুর্গার সিঁথিতে ও পায়ের উপর সিঁদুর দান করে এবং তাকে মিষ্টি খাইয়ে দেন। এরপর নিজেরাও একে অপরকে সিঁদুর মাখিয়ে খেলায় মেতে ওঠেন। মূলত পরিবার পরিজনের মঙ্গলকামনার পাশাপাশি রাজ্যের মঙ্গলার্থে এই আচার অনুষ্ঠান করেন বিবাহিত মহিলারা। রাজধানীর প্রান্তিক ক্লাবে ১৩ বছর যাবত মহিলারা বাসন্তী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্দোরের মন্দিরে কুয়োয় পড়ে মৃত্যু বেড়ে ৩৬

ইন্দোর, ৩১ মার্চ (হি.স.)।। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে একটি ধাপওয়ালা কুয়োর ভিতরের ছাদ ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৬। বৃহস্পতিবার রামনবমী উপলক্ষ্যে ওই মন্দিরে পুজো দিতে যান বহু পুণ্যার্থীরা। ভিড়ের চাপে কুয়োর ওপরের ছাদ ধসে গেলে বহু পুণ্যার্থী কুয়োর ভিতরে জলে পড়ে যান। এদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। শুক্রবার দুপুরে ইন্দোরের কালেক্টর ইলায়ারাজা টি বলেছেন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৬-এ পৌঁছেছে। ১৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দু''জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দোর পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, মন্দির প্রশাসনের সভাপতি ও সচিবের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ নম্বর ধারার অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি-২০ বিজ্ঞান সামিট

বিশ্বের কাছে ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাকে তুলে ধরার এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ, দাবি পর্যটন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। ত্রিপুরায় জি-২০ বিজ্ঞান সামিটকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টায় রয়েছে রাজ্য সরকার। তাই আজ পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পর্যালোচনা সভায় বলেন, ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রগুলিকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে হবে। আগামী ৩-৪ এপ্রিল আমাদের রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে জি-২০ বিজ্ঞান সামিট। এই সামিটে অংশ নিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ ত্রিপুরায় আসবেন। বিদেশী প্রতিনিধিদের ত্রিপুরার পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্রগুলি দেখানো হবে। এজন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। এই কাজে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড ও পর্যটন দপ্তরকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাঁর সাফ কথা, বিশ্বের কাছে ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনাকে তুলে ধরার এটাই সবচেয়ে বড় সুযোগ।

এদিন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ত্রিপুরার পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সভায় তিনি ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্র করে প্যাকেজ ট্যুর চালু, চাবাগান ভিত্তিক পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা, ডুম্বুর জলাশয়ে বোট হাউজ নির্মাণ এবং সামাজিক মাধ্যম টিভি চ্যানেল ও পত্রিকায় ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলির কথা বিজ্ঞাপিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ত্রিপুরার পর্যটনের ব্র্যান্ড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীল ছবি- যাদব বললেন অসাবধানতাবশত হয়েছে সুদীপ বললেন বিধানসভায় এমন কলঙ্ক হবে কেউ ভাবেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল নাথ বিধানসভা অধিবেশনে বসে অশ্লীল ভিডিও দেখার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জল ঘোলা হচ্ছে। বিরোধী দলের নেতারা সমালোচনায় মুখর হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বিধায়ক যাদব লাল নাথ একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, অসাবধানতাবশত হয়েছে।

যাদববাবু বলেছেন, সেদিন বিধানসভায় আমার মোবাইলে একটি সাউন্ড করে। সাথে সাথেই আমি মোবাইলটি দেখি তখন ফেসবুকে কিছু রিল আসতে থাকে। আমি সেই রিলগুলি সরানোর চেষ্টা করেছিলাম। তাও তো কিছুটা সময় লেগে যায়। কে বা কারা এই ভিডিও ধারণ করেছেন এবং তা পরবর্তি সময়ে এডিট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় চালানো হয়েছে। এই ঘটনা আমার আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করেছে এবং আমি মনে করি এটা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আমি মোবাইলের অনেক জিনিষ কিভাবে চালানো হয় সেটাও জানি না। তবে এই ঘটনাটি আমার অজ্ঞানতা বা অসাবধানতাবশত হয়েছে। তবে আমি যেহেতু ইচ্ছা করে করিনি তাই আমি অপরাধী নই। বিরোধীদের কথা বলার অধিকার আছে। বিধানসভার সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে অধ্যক্ষের পদ। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই মাতা পেত নেব।

বিধায়ক যাদব লাল নাথ।

এদিকে, প্রায় ৪৮ ঘন্টা পড়তে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টাকারজলায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। টাকারজলা সরঞ্জয় সর্দার পাড়া সংলগ্ন সড়কে দুটি বাইকের সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত তিন। একজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

শুক্রবার সরজিৎ দাস, বাড়ি বিশালগড় নমঃপাড়া, জামির হোসেন, জম্পুইজলা থেকে রংয়ের কাজ করে বাইক নিয়ে বিশালগড় আসার পথে টাকারজলা সরঞ্জয় সর্দারপাড়া ওভারটেক করতে গিয়ে অন্য একটি বাইক সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুটি বাইকের সংঘর্ষে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান উল্টো দিক থেকে আসা বাইক চালক সুবিরন দেববর্মা সহ সুরজিৎ দাস ও জামির হোসেন ডাক। আহতদের উদ্ধার করে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসেন টাকারজলা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা। টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার, অভিযুক্ত পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩০ কেজি গাঁজা, ২৪৫০ বোতল এসকফ সিরাফ ও ২২০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে। কিন্তু বাড়ির মালিক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পারমিতা পান্ডে। উদ্ধার নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পারমিতা পান্ডে জানিয়েছেন, গোপন সুত্রের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানায় খবর আসে নরসিংগড় বগাদী এলাকার বাসিন্দা মিঠুন দেবনাথের বাড়িতে বিপুল পরিমাণে নেশা সামগ্রী মজুত আছে। সেই মোতাবেক এয়ারপোর্ট থানার ওসি সুমন সিংহের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনীর শুক্রবার তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় জিরো মাইল হিসেবে পরিচিত স্থানটি মহারাজা বীর বিক্রম চৌমুহনী নামে নামাঙ্কিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। ত্রিপুরায় জিরো মাইল হিসেবে পরিচিত স্থানটিকে মহারাজা বীর বিক্রম চৌমুহনী নামে নামাঙ্কিত করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা:) মানিক সাহা। এছাড়া তিনি আরও দুইটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। আজ আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজার সংলগ্ন গ্র্যান্ডিউস চৌমুহনীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আগরতলা স্মার্টসিটি এবং আগরতলা পুরনিগমের অন্তর্গত তিনটি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। উন্নয়ন কাজের মধ্য দিয়েই সরকার মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে চায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আগরতলার কামান চৌমুহনী সংলগ্ন সরলা মোড়কে মহারাজা বীর বিক্রম চৌমুহনী নামে নামাঙ্কিত, উমাকান্ত একাডেমি, নন্দননগর ও আইজিএম হাসপাতালের সামনে থিমেটিক বাস শেলটার এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে ফ্লাড ড্রেনেজ পাম্প হাউজ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।

তাঁর কথায়, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষকে সাথে নিয়ে রাজ্যকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময়েই জনজাতিদের সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। সেই লক্ষ্যে আজ কামান চৌমুহনী সংলগ্ন আইল্যান্ডটির নাম মহারাজা বীর বিক্রম চৌমুহনী নামে নতুন নামাকরণ করা হয়েছে। এই আইল্যান্ডেই আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। এরফলে এই জায়গটিতে সুন্দর একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও আদর্শকে পাথেয় করে রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে অব্যাহত রাখতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। রাজ্যে সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হাব গড়ে তুলতে চাইছে। পাশাপাশি সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও তাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নেও উদ্যোগ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জি-২০ গোষ্ঠিভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিগণ বৈঠক করতে ত্রিপুরায় আসছেন। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া দুটি বাইক সহ তিন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। বাইক চুরির ঘটনায় তদন্ত নেমে তিন কুখ্যাত চোরকে দুটি বাইক সহ জালে তুলতে সক্ষম হলো পূর্ব থানার পুলিশ।

পুলিশ সংবাদ মাধ্যমকে জানায়, শুক্রবার সকালে পুলিশ দেখে ইন্দ্রনগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি বাইক ফেলে পালিয়ে যায় চোর। পরবর্তী সময় সেই বাইকের মালিক থানায় এসে জানায় রাতের বেলা তার বাইক রাস্তায় রেখে ঘুমানোর পর চুরি হয়ে গেছে। তারপর সিসি ক্যামেরায় ফুটেজ দেখে জড়িত রাজকুমার দেববর্মার নাম পায় পুলিশ। তারপর পুলিশ তাকে হরিজন কলোনি এলাকায় এক ভাড়া বাড়ি থেকে আটক করে। সেই বাড়ি থেকে আরও একটি বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় এই বাইকটিও গত তিন দিন আগে অভয়নগর এলাকা থেকে চুরি করেছিল।

পরবর্তী সময়ে এনসিসি থানায় মামলা হয়েছিল। রাজকুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো দুজনের নাম পায় পুলিশ। তারা হলো ভার্টি অভয়নগর এলাকার সঞ্জয় দেববর্মা এবং এলামপু দেববর্মা। পরে তাদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় তারা পূর্ব থানা, বোধজংনগর থানা এবং এনসিসি থানায় বিগত বছর গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাদের বাড়ি মান্দাই এলাকায়। চুরি করার জন্য তারা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১৭০ ◻ ১ এপ্রিল
২০২৩ইং ◻ ১৭ চৈত্র ◻শনিবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অপ্রতিশ্রুত জলে বাড়ছে প্রাণহানীর ঝুঁকি

বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ প্রতিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

সুজনের ১৩ জন চাকরি তালিকায়

নতুন প্রশ্ন তুললেন কুণাল

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : সুজন-বিতর্কে আরও একটি তালিকা প্রকাশ্যে আনলেন শাসক তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সুজনের পরিবারের কারা কোথায় চাকরি পেয়েছেন, সেই সংক্রান্ত একটি তালিকা টুইটারে প্রকাশ করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল প্রশ্ন করেছেন, "সুজন'দা তালিকা কি ঠিক?" যদি তা ঠিক হয়, তা হলে তার তদন্ত হোক বলেও দাবি জানান কুণাল। বাম আমলে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তীর কলেজে চাকরি কি আদৌ নিয়ম মেনে হয়েছিল, তা প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজনের পরিবারের পক্ষ থেকে শাসকদলের যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হলেও বিতর্ক থামেনি। তার মধ্যেই এবার প্রকাশ্যে আসা তালিকায় সুজনের বোন, শ্যালিকা ও শ্বশুরমশাই ধরে মোট ১৩ জন সদস্যের নাম এবং কর্মস্থানের উল্লেখ রয়েছে। তালিকায় দাবি, সুজনের শ্বশুর শান্তিময় ভট্টাচার্য সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাক্তন জেলা সম্পাদক এবং জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। সুজনের বড়, মেজো এবং ছোট শ্যালিকা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সরকারি স্কুলে কর্মরত। সুজনের তিন বোনও সরকারি স্কুলে কাজ করেন বলে দাবি করা হয়েছে ওই তালিকায়। টুইটার পোস্টে কুণাল দাবি করেছেন, উক্ত তালিকাটি তিনি সিপিএমের সূত্রেই পেয়েছেন।

তদন্তের কর্তা স্বেচ্ছাবসর চান, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন সিবিআই

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : প্রাথমিক দুর্নীতির তদন্তে সিবিআইয়ের সিট বা বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্য ধরমবীর সিংহ স্বেচ্ছায় অবসর নিতে চান। তাঁকে তদন্ত থেকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। শুক্রবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর্জি জানালেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআইকে সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত অধিকর্তা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসের সুপারিশ মেনে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। উপেনবাবু জানিয়েছিলেন, এই সিটের সব সদস্য শুধু এই মামলারই তদন্ত করবেন। তাঁরা অন্য কোনও মামলায় ব্যস্ত হতে পারবেন না। আদালতের নজরদারিতে তদন্ত করা প্রয়োজন। তা হলে প্রধানমন্ত্রীও প্রভাব খাটাতে পারবেন না। এই দুর্নীতির তদন্তে তিনি সিবিআইয়ের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করবেন বলেও আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তার পরেই সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের দুই মামলার তদন্তের জন্য একটি সিট গঠন করতে হবে সিবিআইকে। সিটের সদস্যদের নাম আদালতের কাছে জানাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই তদন্ত চলাকালীন সিটের সদস্যরা অন্য কোনও মামলার তদন্ত করতে পারবেন না। এমনকি তাঁরা আদালতের অনুমতি ছাড়া এই মামলা ছেড়ে বেরিয়ে যেতেও পারবেন না। পুরো মামলার তদন্ত হবে আদালতের নজরদারিতে। সে কারণেই ধরমবীর চাইলেই স্বেচ্ছাবসর নিতে পারছেন না। এই নিয়ে এ বার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী।

সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, যেহেতু আদালতের নির্দেশে এই সিট গঠন করা হয়েছে, তাই আদালতের অনুমতি ছাড়া ধরমবীরের এই আবেদনে সাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ধরমবীর সিবিআইয়ের এসপি পদমর্য্যাদার আধিকারিক। তার পরেই বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআইয়ের সিটে কয়েক জন বাঙালি অফিসার রাখার ভাবনার কথা জানান তিনি।

বিশ্ব জল দিবস ও জল সমীক্ষা

কাঞ্চন বসু

জলের অপর নাম জীবন। প্রতি বছর ২২ মার্চ সারা পৃথিবীজুড়ে 'বিশ্ব জল দিবস' পালন করা হয়। অথচ সারা পৃথিবীজুড়ে এই জলই এখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললে দেখা যায় জলের জন্য হাহাকার। জলের জন্য কখনও বা জাতীয় সড়ক, কখনও বা অন্য কোথাও অবরোধ হচ্ছে। এই জলকষ্টের অন্যতম কারণ বিশ্বব্যাপী প্রবল জনবিস্ফোরণ। উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া জলদূষণ। বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভূতপূর্ব ও মানুষের চাহিদা, ভোগবিলাসিতার প্রবল বৃদ্ধির কারণে প্রকৃতির উপর আজ সাঁড়াশি আক্রমণ নেমে এসেছে। প্রবল দূষণের শিকার এই জল, মাটি, বায়ু। এখন কলের জল কতটা নিরাপদ এ নিয়েও সংশয় দানা বেঁধে উঠেছে। আবার আজ এই ধরনের গভীর ও অগভীর জলের উৎসের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে আর একটি বড় বিপদ সামনে এসে পড়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তোলার কারণে মাটির নীচের জলস্তর অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে নেমে গেছে। মোবাইল ফোনের চার্জ কমে এলে যেমন রিচার্জ করতে হয়, সেইরকম এখানেও সে কাজটা করা খুব প্রয়োজন। অথচ মাটির তলায় জল পাঠানো বা 'রিচার্জিং অব গ্রাউন্ড ওয়াটার'-এর তেমন উদ্যোগ বা ব্যবস্থাপনা নেই বললেই চলে। আবার যথেচ্ছ নলকূপ বসানোর নিষেধাজ্ঞা এলেও মানছে না কেউই। কিছুদিন আগে নাসার একটি অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, এ সময় পৃথিবীর দ্বিতীয় অন্যতম জলকষ্টের জায়গা পেতে চলেছে ভারতের পাঞ্জাপ ও হরিয়ানার শতদ্রু অববাহিকা অঞ্চল। বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন প্রতি দিন বছরে এক মিটার করে নেমে যাচ্ছে ভূগর্ভস্থ জলতল, যা খুবই উদ্বেগের। যেভাবে ভূগর্ভস্থ জল টেনে তোলা হচ্ছে, এতে বিজ্ঞানীদের অভিমত, ২০৩০ সালে ভারতের ৬০ শতাংশ জনগোষ্ঠী জলসংকটে পড়বেন এবং ব্যাপকভাবে মার খাবে কৃষি উৎপাদন।

জলের জন্য হাহাকার বিশ্বব্যাপী। সরকারি জলের কলের একবেলা জল না এলেই কর্তৃপক্ষের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে গালাগাল। অভিযোগ অজস্র। যেমন জলের স্পিড নেই, জলের উৎসকে দূষণমুক্ত রাখার মতো আবশ্যক দায়ভার বহনে সর্বস্তরের জনগণেরই কমবেশি উদাসীনতা রয়েছে। তেমনই 'রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং বা বৃষ্টির দল সংরক্ষণের বেলাতেও। বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং তা থেকে সেচ কিংবা শুকনো মরশুনে কাজ চালানো কোথায় কতটা উদ্যোগ? কোথাও কোথাও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বটে, তবে দেখা গেছে তেমন পরিবেশবান্ধব নয়। কখনও স্থান নির্বাচনে ভুল, কখনও বা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ ইত্যাদি নানা ত্রুটি। বলা যায়, বৃষ্টির জল

ধরে রাখার আবশ্যিকতা নিয়ে অজস্র তত্ত্ব কথা বলে আজও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায়নি। জলাভাব ও জল দূষণের জন্য গভীর সংকটে সমগ্র বিশ্ববাসী। উৎকণ্ঠিত পরিবেশ বিজ্ঞানীরা। সমগ্র বিশ্ববাসীর আজ তীব্র জলাতঙ্কে ভুগছে। জলাভাবেই কি বিনাশ ঘটবে জীবকুলের? বছরে দুয়েক আগেই চেন্নাইয়ে বেসরকারি ট্যাঙ্কের জল এক গ্রাম সোনার থেকে বেশি দাম দিয়েই নাকি কিনতে হয়েছিল। সে বছর সমগ্র তামিলনাড়ুতে ৪৪ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছিল। গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছিল দিল্লি, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা এবং বিহারেও। ২০১৮ সালের নভেম্বর প্রকাশিত আইপিসিসি বা জাতিসংঘের ইন্টার গভর্নমেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রতিবেদনে রয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এভাবে বিশ্বের তাপমাত্রা যদি বাড়তেই থাকে, তবে পশ্চিম আন্টার্কটিকার সমস্ত বরফই একদিন গলে যাবে। নতুন করে আন্টার্কটিকায় তখন আর বরফ জমবে না। এ থেকে আর দুই ডিগ্রি বাড়লে গ্রিনল্যান্ডের সহ হিমবাহই গলে যাবে। আমাজনের গভীরতম ঘন জঙ্গল তীব্র খরার কবলে পড়ে শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ২১০০ সালে নাগাদ সেটা বেড়ে যেতে পারে আরও তিন ডিগ্রি। এতটা বাড়বে পৃথিবীর উষ্ণতা যে, যা সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও মানুষেরই নেই। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাবে পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। পৃথিবীর সমস্ত সুপেয় জলের উৎস সেদিন শুকিয়ে যাবে। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই ও হায়দরাবাদের মতো ভারতের ২১টি শহর আরও তীব্র জলসংকটে বড়বে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এসব শহরের ভূগর্ভস্থ জল শেষ হয়ে যাবে। ফলে প্রায় দশ কোটি মানুষ মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হবেন। ব্যাপকহারে বন ধ্বংস, শিল্প, কৃষি ও নির্মাণ ইত্যাদি নানা মনুষ্যঘটিত কর্মকাণ্ডে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ মাত্র স্থল। মোট জলের সাতানব্বই শতাংশ সমুদ্রের নোনা জল। স্বভাবতই পানযোগ্য নয়। বাকি তিন শতাংশের মধ্যে দুই শতাংশ বরফ হয়ে হিমবাহ বা অন্য জায়গায় জমে রয়েছে। ফলে মানুষের ব্যবহারের জন্য রয়েছে শুধুমাত্র এক শতাংশ। ১৮০ কোটি মানুষ প্রতিদিন দূষিত জল পান করে থাকে। এতে ডায়েরিয়া, কলেরার মতো রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। নোংরা জলের ব্যবহারে প্রতি বছর সারা বিশ্বে ৮ লক্ষ ৪২ হাজার মানুষ মারা যান। ভরতেই প্রতিদিন ডায়েরিয়ায় মারা যায়। ১৫০০ শিশু। জল এই মুহূর্তে এক অত্যন্ত লোভনীয় ব্যবসার ক্ষেত্র। রাষ্ট্রসংঘের তথ্যে জানা গেছে, বেসরকারি জল সরবরাহকারীরা সরকারি মূলের চেয়ে ৪০ গুণ বেশি দাম নিচ্ছে। বিশ্বের পানীয়ের বাজারের ক্ষেত্রে বোতলের জলের ব্যবসাই সবচেয়ে বাড়বাড়ন্ত। বিশ্বে বোতল জলের বাজার বাড়ছে বছরে ৪.৫ শতাংশ। যেখানে ভারতে বেড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, সাড়ে সাত কোটির বেশি ভারতবাসীকে এখন জল কিনে খেতে হয়। কারণ সাধারণ জলের সরবরাহে রাসায়নিক ও বর্জ্যের মিশেল এতটাই বেশি যে পানীয় জল নেই দেশের এক শ্রেণির মানুষের কাছে। প্রতি লিটার জলের দাম অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি টাকা। ২০১৮ সালে ইউনেস্কোর প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ২০৫০ সালের মধ্যে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিতে পারে। মধ্য ভারতে মাটির তলায় ৪০ শতাংশ জল সেদিন ফুরিয়ে যাবে নদীমাতৃক সভ্যতায় বাড়ছে দূষিত নদীর সংখ্যা। ভারতে সবচেয়ে বেশি দূষিত নদীর সংখ্যা মহারাষ্ট্রে। ৪৯টি। তারপরেই অসম-২৮টি। তারপর মধ্যপ্রদেশে, গুজরাত ও পশ্চিমবঙ্গে যথাক্রমে ২১,২০ এবং ১৮টি। ভারতে জনপ্রতি বরাদ্দ জলের পরিমাণ কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৪৫ কিউবিক মিটার। ১৯৫১ সালে যা ছিল ৫১৭৭ কিউবিক মিটার সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই) -২০১৮ র এক তথ্য অনুযায়ী শীঘ্রই পৃথিবীর ২০০টি শহর জলশূন্য হতে চলেছে। এমনই প্রথম দশটি শহরের মধ্যে রয়েছে ভারতের বেঙ্গালুরু। ভারতের শহরগুলির মধ্যে অন্যতম ঝুঁকির মধ্যে হয়েছে কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, জয়পুর, ইন্দোর, অমৃতসর, চণ্ডীগড়, পুনে, শ্রীনগর, কোঝিকোড় ও বিশাখাপত্তনম। ভারতের আয়তন সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের মাত্র ২ শতাংশ। অথচ বিশ্ব জনগোষ্ঠীর ১ শতাংশের বাস ভারতে। পাশাপাশি, বিশ্ব জীবগোষ্ঠীর ১৫ শতাংশের বাসও ভারতে। অথচ বিশ্বের মোট জলরাশির মাত্র ৬ শতাংশ ভারতে। জলের পরিমাণের বাস্তবতার নিরিখে পৃথিবীর ১৮০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৩। আর ব্যবহৃত জলের গুণমানের নিরিখে ১২২টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১২০ তম।

আজ সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝতে হবে জলই জীবনের পরশমণি। জলাধার বানাতে হবে যতটা সম্ভব। নতুবা সামনে মহাবিপদ। জল অপচয় ১০০ শতাংশ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। মনে রাখতে হবে জলের উপর নির্ভর করছে প্রকৃতি। আগামী দিনে ব্যবহারযোগ্য জলের প্রবল বিশেষ করে মনুষ্যকুলের যে মহাবিপদ নেমে আসছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আর যাই হোক জীবকুলের অস্তিত্বের সুরক্ষায় জলের সংরক্ষণ ও অপচয় বন্ধের পাশাপাশি জলের উৎসকে দূষণমুক্ত রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞান এখনও জলের সহজলভ্য বিকল্পের সন্ধান দিতে পারেনি। জল অপচয় ও দূষণের কারণেই মানুষের দুর্ভোগ দিন দিন গভীরতর হচ্ছে। 'বিশ্ব জলদিবস'-এর এই মহাসংকট নিরসনের কার্যক্রমের পাশাপাশি জল সংরক্ষণ ও জল অপচয় রোধের জনচেতনা প্রচার কর্মসূচির আরও বেশি বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারণ মানুষ সহ এই বিশ্বের সমস্ত জীবকূলের বাঁচা মরার অন্যতম শর্তই হল সুপেয় 'জল'। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

জিনগত কারণে টিউমার হতে পারে

ডা. পার্থসারথি মল্লিক

টিউমার ক্ষেত্রে প্রকৃত বা অন্যান্য লক্ষণ দেখে আন্দাজ করা গেলেও নিশ্চিত নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। পরীক্ষা -নিরীক্ষা ছাড়া ওষুধ প্রয়োগ না করাই শ্রেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে সাধারণত কিছু বিনাইন টিউমারে। তাও সব ধরনের বিনাইন টিউমারে নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে টিউমার বিনাইন হিসেবে ডায়াগানোসিসের পর রোগী বহুদিন নিশ্চিন্তে ওষুধ খেয়ে গেছেন এবং পরবর্তীকালে তা ম্যালিগন্যান্টে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার আপাতদৃষ্টিতে যা বিনাইন বলে মনে হয় কিছু ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় তা ম্যালিগন্যান্ট হিসেবে নির্ধারিত হয়।

অনেকে বলেন, গলায় টিউমার মানেই বিপজ্জনক- একথা ঠিক নয়। কেবলমাত্র পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীতি হওয়া যায়, তবে মাথার টিউমারের ক্ষেত্রে শতকরা নব্বই ভাগই বিপজ্জনক বলা যায়। তাই মাথায় কোনও টিউমার দেখা গেলে কালক্ষেপ না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বিধেয়। টিউমারের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিতে ভালো ভালো ওষুধ আছে। রোগীর পূর্ণাঙ্গ রোগ-লক্ষণের ভিত্তিতেই ওষুধ নির্বাচিত হয়। এই পদ্ধতিতে রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসা করা হয়। টিউমারের ক্ষেত্রে নীচের ওষুধগুলো কম বা বেশি মাত্রায় বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। যেমন থুজা অক্সিডেন্টালিস, ক্যালকেরিয়া ফ্লুরিকা, আর্নিকা, ব্যারাইটা কার্ব, টিউবার কিউলিনাম, গ্রাফাইটিস, কারসিনোসিনস চিম্যাফিলা, ল্যাকেসিস প্রভৃতি।

সব ধরনের টিউমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কমানো সম্ভব নয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে গিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিনাইন টিউমার হিসেবে সনাক্ত হয়েছে এমন টিউমার বহু দিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করবার পরে তা ম্যালিগন্যান্টে রূপান্তরিত হয়েছে। এমন অনেক সাধারণ টিউমার আছে যা পরবর্তীকালে ম্যালিগন্যান্টে রূপান্তরিত সাধারণত হয় না। যেমন লাইপোমা, এটি শরীরের খুব সাধারণ টিউমার। বহু রোগীর শরীরে দেখা যায়। আবার নিউরোফাইব্রোমা, এটিও খুব সাধারণ, বিপজ্জনক নয়। হিমোঅ্যাঞ্জিমা, যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় রক্তবাহিকা নালীর টিউমার, এক্ষেত্রেও এক প্রকার হিমোঅ্যাঞ্জিওমা ছাড়া বেশিরভাগই বিপজ্জনক নয়। তাই এইসব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা যেতে পারে। তবে সবার আগে প্রয়োজন সঠিক ডায়গনোসিস, মহিলাদের জরায়ুতে টিউমার বা ডিম্বাশয়ের টিউমার, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেল সম্পূণ বিনাইন কিন্তু তার মানে নিশ্চিতভাবে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই যে তা কোনওদিনই ম্যালিগন্যান্টে চেঞ্জ হবে না, চেঞ্জ আসতেই পারে। তাই বিনাইন টিউমার চিকিৎসা করলেও তার বহুদিন কোনও পরিবর্তন না হলে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই অযথা ঝুঁকি না নিয়ে যে সব টিউমার কোনওদিনই ম্যালিগন্যান্টে রূপান্তরিক হবার সম্ভাবনা নেই বা সম্ভাবনা খুবই কম, একমাত্র সেইসব টিউমারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা উচিত। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখায় যেমন বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা শাখা বা অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনুরূপ কোনও আলাদা শাখা নেই। কারণ হোমিওপ্যাথিতে রোগীর চিকিৎসা করা হয়, কোনও বিশেষ রোগের চিকিৎসা নয়। হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা, সঙ্গে সঙ্গে দর্শনও। তাই রোগ লক্ষণের ভিত্তিতে শুধু টিউমার কোন, যে কোনও ধরনের রোগীরই হোমিওপ্যাথিতে চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে প্রদাহজনিত টিউমার বা সিস্ট ওষুধ প্রয়োগের ফলে শরীরের ভিতর যদি ফেটে যায় তা থেকে বিপত্তি দেখা দিতে পারে।

টিউমার কেন হয়ঃ এক কথায় এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। জানা এবং অজানা বহু কারণ এর জন্য দায়ী। তার মধ্যে কয়েকটি পরীক্ষিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল। জেনেটিক ফ্যাক্টর বা জিনগত কারণ।

সব ধরনের টিউমার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কমানো সম্ভব নয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখাগেছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে দিয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিনাইন টিউমার হিসেবে সনাক্ত হয়েছেন এমন টিউমার বহু দিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করবার পরে তা ম্যালিগন্যান্টে রূপান্তরিত হয়েছে।

রাসায়নিক কারণ ঃ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, তাদের বিষক্রিয়ার দরুণ টিউমার বা ক্যানসারের জন্য দায়ী। যেমন বিভিন্ন রাসায়নিক যেমন রং, বিভিন্ন ধাতুর গুঁড়ো। কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক যাঁরা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে কাজকর্ম করেন, যাঁরা খনিতে কাজ করেন, যাঁরা চিমনি পরিষ্কার করেন তাঁদের মূত্রথলিতে টিউমার বা ক্যানসার পারে। ভৌত কারণঃ যাঁরা জীবনে অনেকবার কোনও না কোনও কারণে এক্স-রে করেছেন বা কোনও আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সামনে কাজ করেন, বা যাঁদের পুরনো আঘাত লাগার ইতিহাস আছে বা ক্রমাগত কোনও কোনও স্থানে ক্ষত থেকে যাচ্ছে যেমন মুখের ক্যানসারে অনেক সময় দাঁতের আঘাতজনিত। এছাড়া পান, সুপারি, জর্দা, খৈনি বা তামাকজাত দ্রব্য খাবার অভ্যাস তো সবচেয়ে দায়ী মুখগহ্বরে ক্যানসারের জন্য। খাদ্যাভাস ঃ চটজলদি খাবার (পড়ুন ফাস্ট ফুড) খাওয়ার অভ্যাস, অত্যাধিক তেল-মশলা যুক্ত খাবার খাওয়া, আঁশযুক্ত খাবার কম খাওয়া ইত্যাদি অন্ত্রে টিউমার বা ক্যানসারের কারণ। ধুমপানঃ শরীরের বহু জায়গায় ক্যানসার বা টিউমারের জন্য দায়ী। ভাইরাসঃ কিছু কিছু মারাত্মক ভাইরাসও ক্যানসার বা বিশেষ কিছু টিউমারের জন্য দায়ী। আবার মাত্রাতিরিক্ত সন্তান ধারণ কললেও জরায়ুতে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা থাকে। জরায়ুতে টিউমারের ক্ষেত্রে বংশগত কারণ অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। তাই অনিয়মিত ঋতুস্রাব বা অত্যাধিক ঋতুস্রাব বা যোনিপথ থেকে অসময়ে বা অনিয়মিত রক্তপাত হলে অবিলম্বে কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। আগের তুলনায় টিউমার আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তার কারণ রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বৃদ্ধি, মাত্রাতিরিক্ত চাহিদা না পাওয়ার ফলে টেনশন (পড়ুন দুশ্চিন্তা) চটজলদি খাবার খ্যায়ার প্রবণতা, ফল বা শাকসবজি কম খাওয়া, পরিশ্রম বিমুখতা, মহিলাদের বেশি বয়সে বিবাহ বা সন্তান ধারণ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নানাধরনের ওষুধ খাওয়া, সারাদিন কম্পিউটার বা টেলিভিশনের সামনে বসে থাকা মদ্যপান ইত্যাদি।

সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ঃ যতদূরসম্ভব দুশ্চিন্তা (টেনশন) পরিহার করার চেষ্টা করুণ। নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করুণ। বাড়ির তৈরি হালকা খাবার অভ্যাস ও সামান্য ব্যায়াম করুন। মাত্রাতিরিক্ত ধুমপান ও মদ্যপান পর্ডন করুন। কোনও ওষুধ খাবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার মেয়র দীপক মজুমদার মা শারদা মঠ পরিদর্শন করেন।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস, পারদ কিছুটা কমল মহানগরীতে

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স.): আগামী ৩ দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রয়েছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতা-সহ উত্তর এবং দক্ষিণের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। উত্তরের জেলাগুলিতে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত হতে পারে বৃষ্টি। দক্ষিণের জেলাগুলিতে ২ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে, বৃষ্টির সৌজন্যে শুক্রবার পারদ কিছুটা কমল মহানগরীতে।

এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাঁকুড়ায় আগামী কিছু দিন হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

বেশির ভাগ জেলাতেই ২ এপ্রিল, রবিবার পর্যন্ত চলতে পারে বৃষ্টি। দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়ায় ৩ এপ্রিল, সোমবারও হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

আবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর এবং মালদহে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

১ এবং ২ এপ্রিল এই জেলাগুলিতে বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ৩ এপ্রিল, সোমবার পর্যন্ত ছয় জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে। তবে ৪ এপ্রিল, মঙ্গলবার দুই দিনাজপুর এবং মালদহে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় মর্মান্তিক ঘটনা ! রাজস্থানের কোটায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত তিন

কোটা, ৩১ মার্চ (হি.স.): রাজস্থানের কোটায় রামনবমী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা চলাকালীন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন যুবকের মৃ্যু হয়েছে। সুলতানপুর এলাকার কোটরা দীপসিং গ্রামে ঝুলন্ত বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসায় এই বিপত্তি ঘটে বৃহস্পতিবার। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ৪ জন, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা গুরুতর। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এই প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট এই দুর্ঘটনাকে অত্যন্ত দুঃখের আখ্যা দিয়ে স্বজন হারানো পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। কোটা, সুলতানপুর সিএইচসি ডাঃ পারভেজ খান বলেছেন, মোট ৭ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩ জনকে সঙ্কটজনক অবস্থায় এমবিএস হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। একজনের চিকিৎসা চলছে।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০৯৫; সক্রিয় রোগী বেড়ে ১৫,২০৮, মৃত্যু ৫ জনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ রোজই বাড়ছে, চিন্তা বাড়িয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০৯৫ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৫,২০৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,১৫,৭৮৭-তে পৌঁছেছে। ৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮৬৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৬৯,৭১১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৮ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৫৫৩ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৫,৯৯,০৩৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ মার্চ সারা দিনে ভারতে ১,১৮,৬৯৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কানপুরের এ আর টাওয়ারে বিধ্বংসী আগুন, দমকলের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এল আয়ত্তে

কানপুর, ৩১ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল এ আর টাওয়ারে। শুক্রবার ভোররাতে কানপুরের বাসমান্ডির হামরাজ মার্কেটের কাছে এ আর টাওয়ারে আগুন লাগে। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী মাসুদ কমপ্লেক্সে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ১৫-১৬টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ৯ ঘন্টার চেষ্টায় সকালের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। উত্তর প্রদেশের দমকলের ডেপুটি ডিরেক্টর অজয় কুমার বলেছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ভিতরে কেউ আটকে নেই। দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ কানপুরের বাসমান্ডির হামরাজ মার্কেটের কাছে এ আর টাওয়ারে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী মাসুদ কমপ্লেক্সে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত না হলেও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভর্ৎসনার মুখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : এবার ভর্ৎসনার মুখে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। ২০১৪ টেট সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি বললেন, "মানিক ভট্টাচার্য্যর ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলাবেন না।" আদালতের নির্দেশ পালনে বাধা হিসেবে বারবার অর্থনৈতিক সমস্যা তুলে ধরা হচ্ছে বলেও কটাক্ষ করলেন তিনি। পর্ষদ সভাপতি বলেন, "আচ্ছা ধর্মাবতার।"

২০১৪ সালের টেটের শংসাপত্র সংক্রান্ত একটি মামলায় শুক্রবার আদালতে হাজিরা দেন পর্ষদ সভাপতি। তিনি জানান, আর্থিক কিছু সমস্যার কারণে এত দিন পরীক্ষার্থীদের শংসাপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে তা দিয়ে দেওয়া হবে বলে আদালতকে জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, "আমার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে রাতারাতি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সময় টাকা থাকে, আইনজীবীদের পিছনে ৩০ লাখ টাকা খরচ করার সময় অসুবিধা হয় না, অথচ টেটের শংসাপত্র দেওয়ার সময় অর্থনৈতিক রীতিনীতির দোহাই দেওয়া হয়!"

২০১৪ ও ২০১৭ সালে টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের শংসাপত্র দেয়নি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, অভিযোগ ছিল এমনটাই। নিয়ম অনুযায়ী, একবার টেট পাশ করলেই শূন্যপদ অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে ডাক পাওয়া যায়। বারবার টেট দেওয়ার দরকার পড়ে না। কিন্তু গত দু'বারে টেট উত্তীর্ণরা শংসাপত্র পাননি। এর প্রেক্ষিতে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশে পর্ষদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মামলাকারীদের আইনজীবী।

সুস্থ হয়ে উঠছেন পোপ ফ্রান্সিস, শীঘ্রই ছাড়তে পারেন হাসপাতাল

রোম, ৩১ মার্চ (হি.স.): ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান এই ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস। বৃহস্পতিবার তাঁর শারীরিক অবস্থায় উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। এভাবেই সুস্থ হতে থাকলে আগামী কিছু দিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে পোপ ফ্রান্সিসকে। ফুসফুসে সংক্রমণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছিল তাঁর, অসুস্থ অবস্থায় বুধবার রোমের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৮৬ বছর বয়সী পোপ ফ্রান্সিসকে।

হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই পোপ ফ্রান্সিসের ক্লিনিক্যাল চেক-আপ ও বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকরা জানান, পোপের ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। ভ্যাটিকানের মুখপাত্র মাত্তেও ব্রুনী একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছুটি পেতে পারেন পোপ। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি, প্রার্থনার পাশাপাশি কিছু কাজও করেছেন।

প্রবল বৃষ্টিতে মনোরম হয়ে উঠল দিল্লি; রাস্তায় জল জমে ভোগান্তি, স্বস্তির বৃষ্টি লখনউ ও দেহরাদূনেও

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি, বৃহস্পতিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি হয় দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে দিল্লি, তবে শুক্রবার সকালে দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায় ব্যাপক যানজট দেখা দেয়। দিল্লির পাশাপাশি বৃহস্পতিবার রাত থেকে বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডেও। উত্তর প্রদেশের লখনউ এবং উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে শুক্রবার সকালেও বৃষ্টি হয়।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ১ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর পশ্চিম ভারতজুড়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এই সময়ে বইবে ঝোড়ো হাওয়াও। এই মুহূর্তে দেশের কোথাও তাপমাত্রা সেভাবে বাড়বে না। দিল্লির পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা ও পঞ্জাবেও বৃষ্টি হবে। পূর্বাভাস মতোই এদিন সকালের দিকে উত্তর প্রদেশের লখনউ ও উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হয়েছে দিল্লিতেও। বৃষ্টির সুবাদে চন্ডীগড়ে শুক্রবার ২০ ডিগ্রির নীচে নেমে এসেছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

ম্যাঙ্গালুরুতে একই পরিবারের ৪ সদস্যের আত্মহত্যা, সুইসাইড নোট পেল পুলিশ

ম্যাঙ্গালুরু, ৩১ মার্চ (হি.স.): কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হল একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের দেহ। যাদের মধ্যে দু'টি শিশু রয়েছে। মৃতদেহের কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। আর্থিক দুরাবস্থার কারণকেই তুলে ধরা হয়েছে সুইসাইড নোটে। যদিও ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহগুলিকে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ম্যাঙ্গালুরুর কে এস রাও রোডের একটি হোটেল (লজ রুম) থেকে দু'টি শিশু-সহ ৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ কমিশনার কুলদীপ কুমার আর জৈন বলেছেন, মৃতদের বাড়ি মহীশূরের বিজয়নগরে। ৪৬ বছর বয়সী দেবেন্দ্র, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয়েছে। রুম থেকে পাওয়া সুইসাইড নোটে তাঁরা উল্লেখ করেছে, আর্থিক দুরাবস্থার কারণেই তাঁরা আত্মঘাতী হয়েছেন।

১ এপ্রিল ভোপালে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, সূচনা করবেন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ১ এপ্রিল, শনিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন ভোপালে একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এর মধ্যে রয়েছে ভোপাল থেকে নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা। ভোপালে রানী কমলাপতি রেল স্টেশন থেকে ভোপাল-নতুন দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

এছাড়াও ভোপালের কুশাভাউ ঠাকুর হলে কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্স-২০২৩-এ যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ১ এপ্রিল সকাল দশটা নাগাদ ভোপালে পৌঁছনোর কথা মোদীর।

কোভিড পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দিল্লি সরকার, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বিগত কিছু দিন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শুক্রবার তিনি বলেছেন, কোভিড পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে দিল্লি সরকার, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত। কেজরিওয়াল বলেছেন, এখনই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। বর্তমানে এক্সবিবি ১.১৬ অন্যতম কোভিড ভেরিয়েন্ট, সমস্ত পজিটিভ সংক্রমণের ৪৮ শতাংশের ক্ষেত্রে দায়ী। এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তবে গুরুতর নয়। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, গত ৪-৫ দিনে মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, সম্ভবত কো-মোর্বিডিটি কারণে, কোভিড আনুষঙ্গিক। দিল্লির সমস্ত প্রাপ্তবয়স্করা কোভিডের টিকা নিয়েছেন। ১৮ বছরের কম বয়সী প্রায় প্রত্যেককে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত বেড, অ্যাম্বুলেন্স ও পর্যাপ্ত অক্সিজেন উপলব্ধ রয়েছে। দিল্লির সমস্ত সরকারি হাসপাতালগুলিকে কোভিড রোগীদের জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লিতে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু একই পরিবারের ৬ জন সদস্যের, তদন্ত শুরু পুলিশের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হল একই পরিবারের ৬ জন সদস্যের। দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার রাতে ঘুমোনোর সময় ঘরে মশা তাড়ানোর কয়েল ধরিয়েছিলেন ওই পরিবারের সদস্যরা। সেই কয়েল পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। কয়েকজনের শরীরে পুড়ে যাওয়ার চিহ্নও পেয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, রাতের কোনও এক সময় একটি মাদুরের ওপর একটি জ্বলন্ত মশার কয়েল পড়ে যায়। বিষাক্ত ধোঁয়ার ফলে পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং পরবর্তীতে তাঁদের মৃত্যু হয়। মারা যাওয়া ৬ জনের মধ্যে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা এবং একটি শিশু। অন্য দুইজন দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভর্তি নিল না এসএসকেম, প্রেসিডেন্সি জেলেই থাকতে হবে কম্বলকাণ্ডে অভিযুক্ত জিতেন্দ্রকে

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি.স.): আপাতত প্রেসিডেন্সি জেলেই থাকতে হবে আসানসোলে কম্বলকাণ্ডে অভিযুক্ত বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিরকে। যেহেতু তাঁকে ভর্তি নেয়নি এসএসকেএম হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতার হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল জিতেন্দ্রকে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এসএসকেএম হাসপাতালের বহির্বিভাগে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, জিতেন্দ্রকে ভর্তি করার প্রয়োজন নেই। তার পরেই প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়েছে তাঁকে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জিতেন্দ্রকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই হাসপাতাল থেকে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্রকে কলকাতার হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু, এসএসকেএম হাসপাতাল তাঁকে ভর্তি নেয়নি, তাই প্রেসিডেন্সি জেলেই থাকতে হবে কম্বলকাণ্ডে অভিযুক্ত জিতেন্দ্রকে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার আসানসোল সংশোধনাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জিতেন্দ্র।

মুখ বন্ধ রাখতে পর্ন তারকাকে ঘুষ, আদালতে অভিযুক্ত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ (হি.স.): পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য অর্থ দেওয়ার দায়ে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিযুক্ত হয়েছেন। ২০১৬-য় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন এই পর্নস্টারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে মুখ না খোলার জন্য ট্রাম্প, ড্যানিয়েলসকে মোটা অঙ্কের অর্থ দেন বলে অভিযোগ। নিউ ইয়র্ক-এর ম্যানহাটন গ্র্যান্ডজুরি তাকে অভিযুক্ত করায় ট্রাম্প-ই হবেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে থাকা প্রথম ব্যক্তি, যাকে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে 'রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং নির্বাচনী হস্তক্ষেপ' বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। তিনি যাতে ২০২৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারেন, সেই জন্যই এই অভিযোগ আনা হয়েছে বলেও তাঁর এবং সমর্থকদের দাবি। আইনি লড়াইয়ে সহায়তা করার জন্য সমর্থকদের কাছে তহবিলেরও আবেদন করেছেন ট্রাম্প।

ওড়িশার সম্বলপুরে খালে পড়ল গাড়ি; মৃত্যু ৬ জনের, প্রাণে বাঁচলেন দু'জন

সম্বলপুর, ৩১ মার্চ (হি.স.): বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন ৮ জন, সেই আনন্দ পরিণত হল বিষাদে! ওড়িশার সম্বলপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বোলেরো গাড়ি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছাড়াও প্রাণে বেঁচে গেলেও দু'জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সাসন খালে। দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। হতাহতদের বাড়ি ঝাড়সাগুড়া জেলার লক্ষনপুর ব্লকের বাদাধরা গ্রামে। মৃতরা হলেন-অজিত খামারি, সুবল ভোই, সুমন্ত ভোই, সরোজ শেঠ, দিব্যা লোহা এবং রমাকান্ত ভোই।

পুলিশ জানিয়েছে, সম্বলপুরের পরমণপুরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তাঁরা। বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। সম্ভবত চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে গাড়িটি খালে পড়ে যায়। খাল থেকে ৬টি দেহ উদ্ধার হয়েছে, চালক পলাতক এবং দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানতে পেরেছে, শুক্রবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শিক্ষিত যুবকদের বেকার ভাতা দেওয়ার ঘোষণা বাঘেলের, প্রতি মাসে মিলবে ২,৫০০ টাকা

রায়পুর, ৩১ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের শিক্ষিত যুবকদের স্বার্থে বড় ঘোষণা করলেন সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। শিক্ষিত যুবকদের বেকার ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের, প্রতি মাসে শিক্ষিত যুবকরা পাবেন ২,৫০০ টাকা। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। তিনি জানিয়েছেন, আমাদের হাত, যুবদের সঙ্গে।

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল টুইট করে জানিয়েছেন, ১ এপ্রিল থেকে ছত্তিশগড়ের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা বেকার ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের সুবিধার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এপ্রিল মাসের যে কোনও দিনে করা আবেদনের ক্ষেত্রে ঘোষণা অনুযায়ী, ভাতা ১ এপ্রিল থেকে প্রদেয় হবে। তিনি আশা ব্যক্ত করে লিখেছেন, আশা করছি এই ভাতা আমাদের যুব সমাজের আত্মনির্ভরশীলতার পথে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে।

হাওড়ার হাঙ্গামার নেপথ্যে মমতার উস্কানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করলেন সুকান্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : হাওড়ার বৃহস্পতিবার রামনবমীর মিছিলে হাঙ্গামার নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উস্কানিমূলক বক্তব্যকে দায়ী করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

শুক্রবার হাঙ্গামার ভিডিও যুক্ত করে সুকান্তবাবু টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রামনবমীর মিছিলে গতকালের হামলা ও অগ্নিসংযোগ হল রামনবমীর আয়োজকদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উস্কানিমূলক বক্তব্যের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দাঙ্গাকারীদের সাথে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখছে।" অপর একটি টুইটে তিনি এদিন লিখেছেন, "পঞ্চায়েত ভোটের আগে ঘৃণা ছড়ানো হিন্দুত্ববাদীদের প্ররোচিত করার জন্য ধর্না ছিল একটি পূর্ব পরিকল্পিত কৌশল। হাওড়ার রাম নবমী শোভা যাত্রায় হামলাও বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। হিন্দুদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনার শিকার হলে হবে না। এই সরকার হিন্দু বিরোধী।"

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রামনবমীর মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্র হয় হাওড়া। হাওড়ার ক্যারি রোড সংলগ্ন কাজিপাড়ায় সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী যায়। কাজিপাড়া দিয়ে রামনবমীর মিছিল যাওয়ার সময় গন্ডগোলের সূত্রপাত। বেশ কিছু দোকানপাট ভাঙচুর, আগুন। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি হয়। অশান্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশের তল্লাশি চলে।

আজ দুন মেডিকেল কলেজের ৫০০ শয্যার হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেহরাদুন, ৩১ মার্চ (হি.স.) : উত্তরাখন্ডে দুদিনের সফরের শেষ দিনে আজ শুক্রবার শ্রীনগর (পাউরি), রুদ্রপ্রয়াগ এবং নৈনিতালের জন্য অনুমোদিত ৫০ শয্যার তিনটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া। পাশাপাশি দুন মেডিকেল কলেজের ৫০০ শয্যার হাসপাতাল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ ধন সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, মান্দাভিয়া দুপুর ১২টার দিকে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এর মধ্যে রয়েছে দুন মেডিকেল কলেজের ৫০০-শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং প্রধানমন্ত্রী-আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশনের অধীনে তিনটি জেলা শ্রীনগর (পাউরি), রুদ্রপ্রয়াগ এবং নৈনিতালের জন্য অনুমোদিত প্রতিটি ৫০ শয্যার তিনটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক।

তিনি জানান, অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিকেল ৩টার দিকে জলিগ্রান্ট বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। সেখান থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি।

মিছিলের পথবদল নিয়ে মিথ্যে বলছেন মমতা, নথি সহ দাবি বিজেপি-র

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : বৃহস্পতিবার হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলের পথবদল নিয়ে মিথ্যে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার নথি সহ এই দাবি করলেন বিজেপি-র এ রাজ্যের কেন্দ্রীয় সহ পর্য্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

অমিতবাবু টুইটারে লিখেছেন, "বিই কলেজ থেকে রামকৃষ্ণপুর ঘাট পর্য্যন্ত রামনবমী শোভা যাত্রা বের করার সমস্ত অনুমতি ভিএইচপি-র কাছে ছিল। তারা অনুমোদিত পথে ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি মিথ্যা বলেছেন। তদন্ত এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষপাতিত্ব করেছেন। লজ্জাজনক।"

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ধর্মতলার সভামঞ্চ থেকে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এত ঔদ্ধত্য কোথা থেকে আসে। রিপ্লাই তোমাদের দেব। রিফিটিং রিপ্লাই। মিছিলের রুট বদলে যেখানে পারমিশন ছিল না সেই আনঅথোরাইজড রুটে গেছো। ইচ্ছা করে একটি কমিউনিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য এসব করা হয়েছে। হামলা করে যদি কেউ ভাব মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখো, এমন একদিন আসবে জনতার

কাজের সন্ধান

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ‘নেট’ পরীক্ষার মাধ্যমে লেকচারার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইউজিসি’র নেট পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল। এককথায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের ‘নেট’ পরীক্ষার দরখাস্ত গ্রহনের কাজ চলছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ এবং লেকচারশিপের চাকরিতে আবেদনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইউজিসি এবং সিএসআইআর ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) এবছর পুনরায় জুনে পরীক্ষার দিনক্ষণ স্থির হয়েছে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন-তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৬, ৭ ও ৮ জুনে। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ ও কেন্দ্র প্রার্থীদের কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। নিচের বিষয়-তালিকার অন্তর্ভূক্ত কোনও বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করে থাকলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি এবং শারীরিক ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরা মাস্টার ডিগ্রিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকলেও আবেদন করতে পারেন। যাঁদের পিএইচডি ডিগ্রি রয়েছে তাঁরা ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯২-এর আগে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করে থাকলে তাঁদের ক্ষেত্রেও ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। যাঁরা এবছর মাস্টার ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরাও শর্তশাপেক্ষ আবেদন করতে পারেন। জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ০১-০৭-২০২২ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে। লেকচারারশিপের ক্ষেত্রে বয়সের কোনও উর্ধ্বসীমা নেই। তফশিলি, মহিলা, এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বয়সের ছাড় রয়েছে ৫ বছর পর্যন্ত। ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছরের ছাড় রয়েছে।

এককথায়, সিএসআইআর-এর পরিচালনায় ইউজিসি-নেট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ৬, ৭ ও ৮ জুন হলেও চূড়ান্ত দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে প্রায় দুই শতাধিক কেন্দ্রে।

পরীক্ষা হবে সারা দেশের ২২৪টি কেন্দ্রে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল - কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, আগরতলা, ইম্ফল এবং জামসেদপুর সহ ৩৬টি কেন্দ্রে। মাল্টিপল চয়েস টাইপের কম্পিউটার ভিত্তিক তিনটি পেপারে পরীক্ষা। প্রত্যেকটি পেপারে মোট নম্বর ২০০ করে, সময় ৩ ঘন্টা। প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষা হলে প্রবেশ করানো হবে। প্রথম পেপারের পরীক্ষা হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত। (১) লাইফ সায়েন্স, (২) ম্যাথমেটিক্স ও (৩) ফিজিক্যাল সায়েন্সগুলির। আপনি যে বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, সেই বিষয়ের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। বিষয়গুলি হল- সাবজেক্ট কোড (৭০১) কেমিক্যাল সায়েন্সস, সাবজেক্ট কোড (৭০২) আর্থ, অ্যাটমস্ফেরিক, ওশেন ও প্ল্যানেটারি সায়েন্সস, সাবজেক্ট কোড (৭০৩) লাইফ সায়েন্সস্, সাবজেক্ট কোড (৭০৪) ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সস্, সাবজেক্ট কোড (৭০৫) ফিজিক্যাল সায়েন্সস। পরীক্ষায় অবশ্যই নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার ‘ই-রিসিপ্ট’ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

ইউজিসি-নেট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ইনফর্মেশন বুলেটিন থেকে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ১০ এপ্রিল, বিকেল ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১০-২০০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ৪-৩০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আপলোড, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার নির্দিষ্ট সময় পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড / পেটিএম পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। নির্দিষ্ট সময় থেকে এডমিট কার্ড বা কললেটার ডাউনলোড করে নেবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

আগরতলায় আন্তর্জাতিক চাকরি মেলা অনলাইনে আবেদন, বিদেশে চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। এবার আন্তর্জাতিক জব ফেয়ারের আয়োজন। বিদেশে চাকরির সুবর্ণ সুযোগ। প্রথম বারের মতো এ ধরনের আয়োজন। ভারত সরকারের ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের আওতায় রাজ্যে ‘স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’ বা আন্তর্জাতিক চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, গাল্ফ কান্ট্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশগুলিতে আইটি, টেকনেশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল, আন্তর্জাতিক জব ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

বিস্তারিত খবর হলো — ভারত সরকারের ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের আওতায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টোরেটের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যে ‘স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’ বা আন্তর্জাতিক চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, গাল্ফ কান্ট্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দেশগুলিতে আইটি, টেকনেশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। বিদেশে চাকরির জন্য ‘স্পেশাল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’ বা বিশেষ চাকরির মেলা অনুষ্ঠিত হবে। যদিও এটি প্রথম ইন্টারন্যাশনাল জব ফেয়ার। বা আন্তর্জাতিক চাকরির মেলা। ‘বিশেষ রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’-এ যোগদানের জন্য চাকুরি প্রত্যাশীরা সরাসরি ইন্টারভিউতে সামিল হবেন, বায়োডেটার সঙ্গে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জাতিক চাকরি মেলার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক চাকরি মেলায় সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে ‘বিশেষ রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’-এ শূন্যপদ এখন বিস্তারি জানানো হয় নি, তবে যে সেক্টরগুলোতে নিয়োগ হবে সেগুলো হলো — অটোমোটিভ, এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার, কার্পেন্টার, কনস্ট্রাকশন, ড্রাইভার এন্ড রাইডার্স, ইলেকট্রিশিয়ান, ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার, এক্সট্রাকশন ওয়ার্কার, ফুড এন্ড বেভারেজ, মেকানিক্স, হেলথ কেয়ার, হসপিটালিটি, হিটিং ভেন্টিলেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, লজিসটিক্স, অয়েল এন্ড গ্যাস, প্লাম্বারস, টেকনেশিয়ান, ওয়েল্ডার, রিটেল এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি ইত্যাদি। কোন্ কোম্পানির অধীনে নিয়োগ হবে তার নাম, শূন্যপদের সংখ্যা, কাজের ধরণ, বয়স, যোগ্যতা, মূল মাইনে, কাজের সময় সীমা, শর্তবলী, পাসপোর্ট, ভিসা সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ইত্যাদি বিস্তারিত যথাসময়ে জানানো হবে। এখন শুধুমাত্র নাম নথীভূক্ত করার জন্য বলা হচ্ছে।

ইচ্ছুক কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৯ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ, অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল। তবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া কোনও অর্থ জমা দেবেন না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রয়োজনে ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। চাকরি মেলার দিন বা সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো এমন কি প্রয়োজনে চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এম.ই, এম.টেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, প্রজেক্ট অফিসার (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল ,
ইন্টারভিউ/ পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্টাফ নার্স, কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও (স্বাস্থ্য দপ্তর, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এএনএম, জিএনএম, বিএসসি, বিএইচএমএসপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল,
পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র অফিসার (সমবায় ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কম্পিউটার প্রোগ্রামার, অফিসার (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল,
পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আইটি, টেকনেশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি (বিদেশে চাকরি)**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল,
আন্তর্জাতিক জব ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি-নেট (সিএসআইআর),**
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৬-৮ জুন।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফায়ার অফিসার, ইনচার্জ ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১২৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসোসিয়েট (গেইল),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিফিক অফিসার (কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৬ - ৩০ এপ্রিল, কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র রেসিডেন্ট (বহিঃরাজ্যের হসপিটাল),**
শূন্যপদ ঃ ১৯৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ,
বয়স ঃ অনূধ্বল ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এয়ারক্রাফ্ট টেকনেশিয়ান (এয়ার ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল ,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **আশা কর্মী (স্বাস্থ্য বিভাগ, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে চাকরি, ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীনে চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীনে সায়েন্টিফিক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৬ - ৩০ এপ্রিল, কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশ থেকে সায়েন্টিফিক অফিসারপদে ১৯৫ জন নিয়োগ হচ্ছে এগ্রিকালচার সায়েন্টিস্টস রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকে কাজ করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১০-০৪-২০২৩-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রেপরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন বিশেষ পদ অনুযায়ী কোটা ও যোগ্যতা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। এছাড়া, শূন্যপদের সংখ্যা, এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা, অসংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত শূন্য পদের সংখ্যা, যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের ধরণ, কোন্ রাজ্যে নিয়োগ, বিশেষ কোন্ ডিসিপ্লিনে কাজ ইত্যাদি যাবতীয় জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে দেকে নিতে হবে। অনলাইনে আবেদনের কৌশল সহ প্রয়োজনীয় ফি এবং বিশেষ করে কাদের জন্য ফি-তে ছাড় রয়েছে, তাও জানতে পারবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। তবে পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৫০ নম্বরের। সময় ২ ঘন্টা। প্রশ্নপত্র হবে অবজেক্টিভ ধরনের। পরবর্তী সময়ে সফল প্রার্থীদের আবার ডাকা হবে ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউর জন্য। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে ত্রিপুরার প্রার্থীরা কাছাকাছি কলকাতা, জোড়হাট অথবা গুয়াহাটির মধ্যে কোন্ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে আগ্রহী, তা ফর্ম ফিলাপের সময় উল্লেখ করে দিতে হবে। সারা দেশ জুড়ে এমন ৪৪টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে সিবিটি বা কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। পরীক্ষায় পাশ হতে হলে অর্থাৎ ইন্টারভিউর জন্য ডাক পেতে হলে ন্যূনতম কত নম্বরের প্রয়োজন তা জেনে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... যে-কোনও ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, তবে কল লেটারে বিস্তারিত জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিস্ট, অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, এম.ই, এম.টেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **ম্যানেজার, প্রজেক্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল , ইন্টারভিউ/ পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে **স্টাফ নার্স, কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এম.ও** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এএনএম, জিএনএম, বিএসসি, বিএইচএমএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল, পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্কে **জুনিয়র অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ এপ্রিল, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের ব্যাঙ্কে **কম্পিউটার প্রোগ্রামার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল, পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সেক্টরে **আইটি, টেকনেশিয়ান, ইলেকট্রিশিয়ান, ড্রাইভার ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ এপ্রিল, আন্তর্জাতিক জব ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর, লেকচারার পদে নিয়েগের জন্য **ইউজিসি-নেট** পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে এমএসসি, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ ৬-৮ জুন।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ফায়ার অফিসার, ইনচার্জ ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* গ্যাস অথরিটি বা গেইল-এ **অ্যাসোসিয়েট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের অধীনে **সায়েন্টিফিক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৬ - ৩০ এপ্রিল, কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের হসপিটালে **জুনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ এপ্রিল, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে **এয়ারক্রাফ্ট টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমাপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ এপ্রিল, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল , বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে **আশা কর্মী** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ৩০-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), সরাসরি দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসডিপিও অজয় কুমার দাস।

সুপারিশ আর আর্থিক লেনদেন ঘুলিয়ে দিলেই হবে, প্রশ্ন প্রবীন শিক্ষাবিদের

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতির বিতর্কের মাঝে বাম আমলে সুপারিশ নিয়ে নয়া বিতর্ক উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রবীন শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার প্রশ্ন তুললেন, ''সুপারিশ আর আর্থিক লেনদেন ঘুলিয়ে দিলেই হবে''? সামাজিক মাধ্যমে এই প্রশ্ন রাখার ১ ঘন্টায়, শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটায় পোস্টটির লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৭৫, ২১ ও ৮।

শুক্রবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''আমি বোকা লোক বলেই বুঝি না অনেকে এ কথা বলছেন কেন যে, তাঁরা কোনও একটা বিশেষ আমলের প্রচুর সুপারিশে চাকরি হওয়ার কথা জানেন। আমি ঐতিহাসিক নই, কিন্তু সুপারিশে (চিরকুটে, মৌখিক অনুরোধে, আদেশে) কোনআমলে চাকরি হয়নি, তার কোনও হদিশ তাঁরা দিতে পারবেন ? আসল প্রশ্নটা কি তাঁরা ঘুলিয়ে দিতে চাইছেন যে, সেই সুপারিশের সঙ্গে এক, লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছিল কি না; আর দুই, যোগ্যদের বঞ্চিত করে বিপুল সংখ্যায় অযোগ্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল কি না। কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত দুক্ষেত্রেই থাকতে পারে, কিন্তু এই হারে ? এই হাজারে হাজারে ? যে জন্য আদালত তাদের বরখাস্ত করতে এগিয়ে এসেছে ? এবং এর ব্যবস্থাপনা করে যারা শয়ে শয়ে কোটি টাকা কামিয়েছে তাদের, মন্ত্রী এবং তার অজস্র অনুচরদের জেলে পাঠিয়েছে ?

সেই বিশেষ আমলে যদি এই বিপুল দুর্নীতির ছিটেফোঁটাও হয়ে থাকে, আমি চাইব, বর্তমানে উদ্যোগী ও সক্রিয় সরকার (বারো বছর কেন তাঁরা সুখনিদ্রায় ছিলেন এ বিষয়ে তাঁরাই বলতে পারেন) তার বিরুদ্ধে আদালতে যান এবং সে সময়কার অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এক সময়ের পুরোনো (বর্তমানে প্রাক্তন ?) ''বামপন্থী''রাও তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করুন। অপরাধীদের কোনওমতেই ছাড়া উচিত হবে না।''

কলকাতাকে লন্ডনের থেকেও ভালো করেছি, মমতার কথায় প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : ''বলেছিলাম কলকাতাকে লন্ডন করব, তার থেকেও ভালো করেছি'', রেড রোডের ধর্না থেকে বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেটিকে ঘিরে মুখর নেটনাগরিকরা। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমের সংবাদ চ্যানেলে অজস্র প্রতিক্রিয়া।

কুমার প্রশান্ত ঘোষ লিখেছেন, ''অবশ্যই! আমাদের দিদি কোলকাতাকে ওয়াশিংটন বানিয়েছে। গায়ের রং দিয়েও মিল আছে। এখন লোকগুলো যদি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেয় তবেই ১০০ সফল! আমি দিদির সাথে একমত!'' তাপস সাহা লিখেছেন, ''ধরণা মঞ্চ নাট্য মঞ্চে পরিণত হয়েছে।''

কল্যাণ বিশ্বাস লিখেছেন, ''ঠিক আছে, এখন বিশ্রাম নিন। মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ুন।''

সৌরদীপ পাল লিখেছেন, ''বিষয়টি লন্ডন নহে, উহা লুণ্ঠন হইবে।'' সুমিতা দেবনাথ লিখেছেন, ''সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র এই লন্ডন। যেখানে যুবসমাজের হাতে হয় লণ্ঠন নয়ত ঝান্ডা।'' দিলীপ ভৌমিক লিখেছেন, ''লন্ডন বানাতে গিয়ে প্রতিটি মানুষের হাতে প্রায় সলতে বিহীন লণ্ঠন ধরিয়ে দেওয়ার অবস্থা হয়ে গেছে।'' শুভাশিস মণ্ডল লিখেছেন, ''ফিরহাদ হাকিম তাহলে ঋষি সুনাক আর উনি রানী এলিজাবেথ।''

রতন চক্রবর্তী লিখেছেন, ''আমাদের পাড়ায় বরফ পরছে।'' সুদীপ জানা লিখেছেন, ''দিদিমার অনুপ্রেরণায় লন্ডন এবার কলকাতাকে ফলো করবে।'' শেখ আহমেদ লিখেছেন, ''কিছু দিন পর ভেনিস হবে।''

হাওড়ায় কড়া নিরাপত্তা, অকুস্থলে যাচ্ছেন শুভেন্দু

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : হাওড়ায় বৃহস্পতিবার রামনবমীর মিছিল ঘিরে হাঙ্গা

মার পর এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। অকুস্থলে যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বেলা তিনটায় শুভেন্দুবাবু প্রথমে যাবেন পঞ্চাননতলায় জেলায় দলের সদর দফতরে। এর পর বৃহস্পতিবার ঘটনায় আহত হয়ে যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি আছেন, তাঁদের দেখতে যাবেন। সেখান থেকে বিকেলে যাবেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনারের অফিসে।

এদিকে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ 'সাম্প্রদায়িক রাজ্য পুলিশ' শিরোনামে শুক্রবার টুইটারে লিখেছেন, ''দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৌখালী (আমতলা): রাম নবমীতে হামলাকারী সংখ্যালঘুদের গ্রেফতার না করে রাম ভক্তদের গ্রেফতার করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ। আর কত নীচে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী?''

মঙ্গলবার বিচারকের সামনে হাজির হবেন ট্রাম্প

নিউইয়র্ক, ৩১ মার্চ (হি.স.) : আগামী মঙ্গলবার দুপুরে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (৭৬) নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের বিচারক জুয়ান মার্চানের সামনে হাজির হবেন। পর্নো তারকাকে অবৈধভাবে অর্থ দেওয়ার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের প্রাক্তন ব্যক্তিগত আইনজীবী মাইকেল কোহেন জানিয়েছেন, আগামী মঙ্গলবার ট্রাম্প আদালতে হাজির হতে পারেন। মার্কিন বিধান অনুযায়ী, আদালতে আত্মসমর্পণ করে ট্রাম্পকে হাতের আঙুলের ছাপ দিতে হবে এবং ছবি তুলতে হবে।

২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অবৈধ সম্পর্কের তথ্য লুকিয়ে রাখতে সাবেক এক পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছেন ম্যানহ্যাটানের আদালত। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদালতে হাজির হওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী মাইকেল কোহেন বলেন, 'মঙ্গলবার দেখা হচ্ছে।'

তবে মাইকেল কোহেন এখনই এত দ্রুত অভিযোগ গঠনে অবাক হয়েছেন। যেহেতু এ মামলায় বহুজনের সাক্ষ্য নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। চূড়ান্তভাবে রায় পেতে বেশ সময় লেগে যাবে। কোহেন বলেছেন, 'সামনে দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার রয়েছে।'

ট্রাম্পের আইনজীবী এও মনে করছেন, বিচারক অভিযোগ গঠন থেকে সরে আসবেন। বৃহস্পতিবার রাতে কোহেন বলেন, 'গ্র্যান্ড জুরি বরাবর যেসব তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে, অভিযোগ গঠন থেকে সরে আসার জন্য তা যথেষ্টের চেয়ে বেশি।'

উত্তর প্রদেশে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন

প্রয়াগরাজ, ৩১ মার্চ (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের ফাফামাউয়ের গঙ্গা সেতুতে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। সংঘর্ষের পর মিনি ছোট ট্রাক সেতু থেকে নিচে পড়ে যায়। অন্য ট্রাকটি সেতুর রেলিংয়ে আটকে আছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে।

খবর পেয়ে ফাফামউ ও শিবকুটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ব্রিজের নিচে পড়ে থাকা মিনি ট্রাক থেকে দুটি দেহ উদ্ধার করে। ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে একজন বাইক আরোহীরও মৃত্যু হয়েছে।

ফাফামাউ থানার পুলিশ আধিকারীক আশিস সিং সিসোদিয়া বলেন, একটি ট্রাকে স্টোন চিফন বোঝাই হয়েছিল ও মিনি ট্রাকে পার্সেল লোড করা হয়েছিল। মৃতদেহগুলোর পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ৩১ মার্চ (হি. স.): শুক্রবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যানবাহন স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে। এদিকে, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েও সকাল ১১টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, শুক্রবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মুতে হালকা যানবাহন চলছিল। হালকা যান চলাচলের পর জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে ভারী যানবাহনকে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলিকে জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে শুধুমাত্র পণ্যসম্ভার ও অন্যান্য যানবাহন পাশ করার পর।

এদিকে, শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েও সকাল ১১টা পর্যন্ত যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ছিল, তবে মুঘল রোডে বরফ পরিষ্কারের কাজ এখনও চলছে। শীঘ্রই দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান থেকে তুষারপাত পরিষ্কার হওয়ার পরে, এই রুটটিও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।এক আধিকারিক বলেন, নির্ধারিত সময়ের পর জাতীয় সড়কে কোনো যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

আজ আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যারা থাকছেন

আহমেদাবাদ, ৩১ মার্চ (হি.স.) : আজ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের(আইপিএল) ১৬তম আসর মাঠে গড়াচ্ছে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠবে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের জনপ্রিয় এই আসরের। জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন বলিউডের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় তারকা। এই তালিকায় আছেন রাশমিকা মান্দানা, ক্যাটরিনা কাইফ, টাইগার শ্রুফ, তামান্না ভাটিয়া ও অরিজিৎ সিং। তবে তামান্না ভাটিয়া ও অরিজিৎ সিং ছাড়া বাকিদের অংশগ্রহণের বিষয়টি এখনো রয়েছে গুঞ্জনের পর্যায়ে। তামান্না ও অরিজিতের নাম ঘোষণা করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সময় বিকেল ৬টায় শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আইপিএলের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করে জানানো হয়েছে বাহুবলীসহ অসংখ্য দক্ষিণী সিনেমায় পর্দা মাতানো অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া এ অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন।

জল্পনা আছে এই অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো পারফর্ম করবেন দক্ষিণের আরেক বিখ্যাত অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাও। ''পুষ্পা'' খ্যাত এই অভিনেত্রী ছাড়াও পারফর্ম করতে পারেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। আর গানে গানে দর্শক মাতাতে অরিজিৎ সিং তো থাকছেনই।

সম্মতি তুরস্কের, ন্যাটোতে যোগদানে আর কোনও বাধা নেই ফিনল্যান্ডের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.) :সর্বসম্মতিক্রমে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে যোগদান মেনে নিয়েছে তুরস্কের পার্লামেন্ট। অর্থাৎ ন্যাটোতে যোগদানে ফিনল্যান্ডের আর কোনও বাধা নেই। গত সপ্তাহে হাঙ্গেরির পার্লামেন্ট সবুজ সংকেত দিয়েছিল। ৩০ সদস্যের ন্যাটোয় কেবলমাত্র বাকি ছিল তুরস্ক।

তুরস্ক তাদের পক্ষে ভোট না দিলে ন্যাটোয় যোগদান অসম্ভব ছিল ফিনল্যান্ডের। কারণ, নিয়ম অনুযায়ী নতুন কোন দেশকে ন্যাটোতে যোগ দিতে হলে সব সদস্য দেশের সম্মতি প্রয়োজন।তুরস্ক শেষ দেশ হিসেবে ফিনল্যান্ডের ন্যাটোতে যোগদানে অনুমতি দিল।

ফিনল্যান্ডকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে আপত্তি জানিয়েছিল তুরস্ক। প্রায় এক বছর ধরে আলোচনার পর এই মাসের গোঁড়ায় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ফিনল্যান্ডের যোগদানের বিষয়ে তাদের আর কোনও আপত্তি নেই।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু পর ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখায় ফিনল্যান্ড। দেশটির সঙ্গে রাশিয়ার ১৩০০ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কর্মীকে তলব ইডি'ব

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ক্লার্ক অর্ণব বসুকে তলব করল ইডি। শুক্রবার সকালে তাঁকে সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে বলা হয়।

ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক নথি, অর্ণব বসুর ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন। তাঁর সল্টলেকের ফ্ল্যাটেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ইডি'র তরফে জানান হয়েছে, অর্ণব বসু প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ। তাঁর নির্দেশিকাই পালন করতেন অর্ণব। তিনি বিভিন্ন জায়গায় মেল করতেন, রেকমেন্ডেশন লেটার পাঠাতেন। সেসব বিষয়ে খোঁজখবর নিতে তাঁকে তলব করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে শুভেন্দুর মামলায় সাড়া দিল না হাই কোর্ট

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর আর্জিতে এখনই কোনও সাড়া নয়। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম জানান, মামলাটি এখন সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে। এই অবস্থায় দ্রুত শুনানির প্রয়োজন কোথায়?

বৃহস্পতিবারই পঞ্চায়েত নির্বাচন মামলা নিয়ে আরও এক বার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। আগামী ৭ দিন যেন নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হয়, এই আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি।

পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে তার আগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু আগামী ৫ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকছে শীর্ষ আদালত। তাই কলকাতা হাই কোর্টে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণায় স্থগিতাদেশের আর্জি জানিয়েছিলেন শুভেন্দু।

'নাটের গুরু বিজেপি', হাওড়া কাণ্ডে কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মমতার

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : হাওড়া কাণ্ডে কড়া ভূমিকা নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনের পাশাপাশি হামলাকারীদের উদ্দেশে কড়াবার্তা দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ''আমরা হাতে চুড়ি পড়ে বসে নেই। নাটের গুরুদের দিকে নজর রাখা হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।''

শুক্রবার সকালে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া বার্তায় তিনি জানান, ''কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এই ঘটনা ঘটাতে পারে না। ওদের রমজান চলছে। ওরা কোনও অন্যায় করেনি। হিন্দুরাও এধরনের কাজ করতে পারে না। সরাসরি হামলা হয়েছে। এই হামলা ডাকাতরা করে।'' শুক্রবারের পবিত্র নমাজের সময় হাওড়ায় ফের উসকানি দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। একইসঙ্গে শান্তিবজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রামনবমীর সন্ধেয় হাওড়া অশান্তির ঘটনায় কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাতেই সে বার্তা দিয়েছিলেন। গোটা ঘটনার দায় গেরুয়া শিবিরের উপর চাপিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর কথায়, ''বিজেপির অনেক শাখা রয়েছে। ওরাই পরিকল্পনামাফিক এই ঘটনা ঘটিয়েছে।''

তাঁর আরও সংযোজন, ''একমাস আগে পরিকল্পনা করেছে ওরা। সেটা জানতে পেরেছি। যারা হামলা চালিয়েছে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করব আমরা। এনিয়ে আমরা আগেই আইন করে ফেলেছি।''

পাকিস্তানে খুন হিন্দু চিকিৎসক, দুষ্কৃতীদের খোঁজে চলছে তল্লাশি

ইসলামাবাদ, ৩১ মার্চ (হি.স.) : পাকিস্তানের করাচিতে খুন হলেন এক হিন্দু চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার করাচির ওই হিন্দু চিকিৎসককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও উদ্ধারকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, চিকিৎসক বীরবল জেনানি বহুদিন ধরেই চিকিৎসা চালাচ্ছেন করাচিতে। পেশায় তিনি চক্ষু চিকিৎসক। করাচিতে তিনি পরিচিত মুখ। চিকিৎসা সূত্রে করাচির রামস্বামী এলাকায় অবস্থিত মেট্রোপলিটন কর্পোরেশনের একটি ক্লিনিকে তিনি রোজ বসতেন। জানা গিয়েছে গতকাল অন্যান্য দিনের মতন তিনি যখন ক্লিনিক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন সহকারী মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে গাড়িতে, সে সময় লিয়ারী এলাকার কাছে একদল আততায়ী তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা খায় দেওয়ালে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থল থেকে ডাক্তার বীরবল জেনানি এবং তার সহকারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা বীরবল জেনানিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সহকারী ওই মহিলা ডাক্তারের চিকিৎসা চলছে। অনুমান করা হচ্ছে, ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকেই এই খুন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশ অবশ্য অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের খোঁজ পায়নি। তদন্ত চলছে। ঘটনাটি ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

রফতানি বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বাণিজ্য প্রসারের উদ্যোগ নেবে ভারত : পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): রফতানি বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বাণিজ্য প্রসারের উদ্যোগ নেবে ভারত। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ২০২৩-২৮-এর উন্মোচন করে মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের রফতানি দুই ট্রিলিয়ন ডলারে ছুঁয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ২০২৩ ই-কমার্স রফতানিকে উৎসাহিত করবে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ২০০ থেকে ৩০০ বিলিয়ন ডলারে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ২০২৩ অর্থবছরে ৭৫০ বিলিয়ন ডলারের মোট রফতানি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, কিন্তু এখন তা ৭৬৫ থেকে ৭৭০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হবে।

দায়িত্ব নিলেন কলকাতা হাই কোর্টের নয়া ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার থেকে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হলেন টিএস শিবজ্ঞানম। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে বৃহস্পতিবার অবসর নেন বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ২০২১ সালের ১১ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম টিএস শিবজ্ঞানমকে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসাবে সুপারিশ করলেও কেন্দ্রের তরফে বৃহস্পতিবার যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়, তাতে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

আদালত সূত্রে প্রকাশ, বিচারপতি শিবজ্ঞানমের জন্ম তামিলনাড়ুতে। ১৯৮৬ সালে আইনজীবী হিসাবে তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়। ১৯৮৬ সালে বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম মাদ্রাজ বার অ্যাসোসিয়েশনে নাম নথিভুক্ত করে আইনজীবী হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর আইনজীবী পেশায় থাকার পর ২০০৯ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি। ২০১১ সালে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে তিনি উত্তীর্ণ হন। ২০২১ সালে সেখানকার স্থায়ী বিচারপতি হন। ১২ বছর বিচারপতি হিসাবে কাজ করার পর তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করে সুপ্রিম কোর্ট।

২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর হাইকোর্টের দ্বিতীয় প্রবীণ বিচারপতি (প্রধান বিচারপতির পরের স্থান) হিসাবে শপথ নেন বিচারপতি শিবজ্ঞানম। এক বছর তিন মাসের বেশি সময় এই হাইকোর্টে বিচারপতি থাকার পর তিনি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পেলেন।

প্রসঙ্গত, বিচারপতি শিবজ্ঞানমের অনেক মামলায় কড়া পর্যবেক্ষণ রয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মাহার জারি করা আদালত অবমাননার রুলের বিচার করছে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বে বৃহত্তর বেঞ্চ। আদালত কক্ষ অবরোধের ঘটনাটি তিনি ভাল নজরে দেখেনি। ওই মামলায় তাঁর মন্তব্য, ''আইনজীবীদের কাছে এ জিনিস আশা করা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে বিচারের গরিমা এবং মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের কাজ হল একেবারে শেষ প্রান্তে যে মানুষটি বসে আছেন তাঁর কাছেও বিচারের আলো পৌঁছে দেওয়া।'' বিচারপতি হিসাবে বিচারপতি শিবজ্ঞানমের মেয়াদ ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অবধি।

স্কুলের পাঁচিল টপকে চম্পট, নিখোঁজ বহরমপুরের সরকারি হোমের ১১ কিশোর

বহরমপুর, ৩১ মার্চ (হি.স.) : বহরমপুরের সরকারি হোমের আবাসিক ১১ জন কিশোর নিখোঁজ। সূত্রের খবর, হোমের গার্ড তাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পর কিশোররা পাঁচিল টপকে চম্পট দেয়। স্কুলের পাঁচিলের কাছে একটি বেঞ্চ উদ্ধার হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সেই বেঞ্চের সাহায্যেই চম্পট দিয়েছে ওই কিশোররা। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সন্ধেয় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। শুক্রবার সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল হোমের কাছাকাছি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল যায় ১১ জন কিশোর। তারপর থেকে আর খোঁজ মেলেনি কাজি নজরুল ইসলাম শিশু হোমের আবাসিকদের। হোম থেকে স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার সময় গার্ড থাকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, স্কুলে টিফিন চলাকালীন পাঁচিল টপকে পালিয়ে গিয়েছে তারা। গতকাল রাতেই বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু স্কুলের চোখ এড়িয়ে কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির ১১ জন পড়ুয়া দল বেঁধে চম্পট দিল, তা নিয়েও রহস্য দানা বেঁধেছে। তারা নিজেরাই পালিয়েছে নাকি কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের অপহরণ করেছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভুল স্বীকার করে কুণালকে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ শতরূপের

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : অবশেষে প্রকাশ্যে নিজের 'টেস্টটিউব বেবি' মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন বাম নেতা শতরূপ ঘোষ। তবে তাঁর কথায়, ''কুণাল ঘোষকে যা বলেছি ঠিক বলেছি। শুধু টেস্টটিউব বেবি কথাটা বলা উচিত হয়নি।''

কয়েকদিন ধরেই শিরোনামে ঘোষ বনাম ঘোষ। অর্থাৎ কুণাল ঘোষ ও শতরূপ ঘোষ। আক্রমণ পালটা আক্রমণের পর জন গড়িয়েছে আইনি নোটিস পর্যন্ত। বাম নেতা শতরূপ ঘোষের গাড়ি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছিলেন, ২০২১ সালে নির্বাচনী হলফনামায় যেখানে মাত্র ২ লক্ষ টাকা সম্পত্তি দেখিয়েছিলেন শতরূপ, সেখানে ২০২৩ সালে কীভাবে ২২ লাখি গাড়ির মালিক হলেন তিনি। জবাবও দেন শতরূপ। গাড়ির রহস্যভেদ করতে বেশ কিছু নথি দেখান। দাবি করেন, গাড়িটি তাঁর বাবা শিবনাথ ঘোষের টাকায় কেনা। এরপরই কুণাল ঘোষকে আপত্তিকর ভাষায় আক্রমণ করেন শতরূপ। বলেন, ''আমার বাবা আছে। সবার বাবা থাকে। তাঁরা গিফটও দেন। আশা করি কুণালবাবুরও ছিলেন, যদি না উনি টেস্ট টিউব বেবি হয়ে থাকেন।''

এই মন্তব্যের জেরেই বৃহস্পতিবার কুণাল ঘোষের আইনজীবী আইনি নোটিস পাঠান শতরূপ ঘোষ, বিমান বসু, মহম্মদ সেলিমদের। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সকলকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করা হয়। অন্যথায় আইনমত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

এর পর 'টেস্টটিউব বেবি' মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন শতরূপ। তিনি বলেন, ''কুণাল ঘোষকে যা যা বলেছি সব ঠিক। কিন্তু টেস্টটিউব বেবি কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। ওটা অবৈজ্ঞানিক কথা।''

হরিনা হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার পেল কেন্দ্রের সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ মার্চ।। দক্ষিণ ত্রিপুরার সাবরুম মহকুমার পশ্চিম হরিনা হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার হেলথ সাব সেন্টার কেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ক জাতীয় গুনগতমান নিয়ামক সংস্থার দ্বারা ৩ বছরের জন্য সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট অর্জন করে। এই প্রথম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হেল এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার ভারত সরকার দ্বারা নির্ধারিত সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়া গুলি পূর্ণ করে কোনরূপ শর্ত ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে সার্টিফিকেট অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই বর্ষ থেকে হেলথ এন্ড ওয়েলন সেন্টারের সার্টিফিকেট প্রদান শুরু করে ভারত সরকারের গুণগত মান নির্ণায়ক সংস্থা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার কালাপানিয়া সেন্টার প্রথম এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও মাধব নগর এবং একিনপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রও এই এই মুহূর্তে সার্টিফায়েড সেন্টার কিন্তু সেটা মাত্র এক বৎসরের জন্য হয়। পশ্চিম হরিনা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবাকে কেন্দ্রীয় স্তরের মাপকাঠিতে পৌঁছানোর জন্য এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কমিউনিটি হেলথ অফিসার এবং অন্যান্য কর্মী, মনুবাজার কমিউনিটি হেল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য পশ্চিম হরিনার জন আরোগ্য সমিতির সদস্যগন তথা ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ এলাকার জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই সাফল্যকে ত্বরান্বিত করার জন্য এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের (দক্ষিণ ত্রিপুরা) তত্ত্বাবধানে প্রতিনিয়ত জেলা স্তরের ও কমিটি থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গুণগতমানকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত নিয়ে যাবার এক নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরে মোট পাঁচটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় দল পরিদর্শন সম্পন্ন করেন এবং একটির ফলাফল ঘোষণা এখনো বাকি রয়েছে। উল্লেখ্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ১৫০ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এবং ভারত সরকারের নিয়ম মেনে সবগুলো সেন্টারের পরিষেবার মান উন্নয়ন তথা ভারত সরকারের নির্ধারিত ক্রাইটেরিয়া অনুসারে উন্নিত করার প্রচেষ্টায় ডিস্ট্রিক্ট হেল অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (সাউথ ত্রিপুরা) বদ্ধ পরিকর এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা গ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণই ভারত সরকার তথা দক্ষিণ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিভাগের এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করার একমাত্র মূল চাবিকাঠি বলে মনে করা হয়।

জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাস সেক্টরে উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় সেনার জন্য আকাশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, রেডার কেনার মতো উদ্যেগকে স্বাগত জানিয়েছেন। শুক্রবার এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, এই সিদ্ধান্তের ফলে যেমন আত্মনির্ভরতা বাড়বে, তেমনই অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ উজ্জীবিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ১১টি টহলদার জলযান এবং ৬টি অত্যাধুনিক ক্ষেপনাস্ত্র বাহী জলযান ক্রয় করার সিদ্ধান্তেরও প্রশংসা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউনিফাইড ট্যারিফ বাস্তবায়নের জন্য পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রক বোর্ডেরও প্রশংসা করেছেন। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরির একটি টুইট উদ্ধৃত করে, প্রধানমন্ত্রী এটিকে শক্তি এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সেক্টরে একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

“অহেতুক পণ্ডশ্রম করছেন বর্তমান শাসকদল“, নয়া তালিকায় প্রতিক্রিয়া সুজনের

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : সুজন চক্রবর্তীর পরিবারের ১৩ জনের বিশদ নাম-তালিকা প্রকাশ করে স্বজনপোষণের অভিযোগ এনেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। প্রতিক্রিয়ায় সুজনবাবু বললেন, “অহেতুক পণ্ডশ্রম করছেন বর্তমান শাসকদল।” কুণাল টুইটার পোস্টে লিখেছেন, “সুজন চক্রবর্তীকে ঘিরে আবার একটি তালিকা সামনে এসেছে। সিপিএমের সূত্রেই বেরিয়েছে। তখন রাজ্যে অত বেকার, আর ওই বৃত্তে সবাই চাকরিতে।” সেই সঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্রের প্রশ্ন, “সুজনদা, তালিকা কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, এত জনের চাকরি দৃশ্যত কি স্বাভাবিক? যদি তালিকা ভুল হয়, রটনা নিন্দার। যদি ঠিক হয়, তদন্ত হোক।” এ ব্যাপারে সুজনবাবু সংবাদমাধ্যমে বলেন, “আমি কোনও কেল্টু-বিল্টুর অভিযোগের জবাব দেব না। মুখ্যমন্ত্রী তো শিক্ষামন্ত্রীকে বলেইছেন শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে। সেই শ্বেতপত্র প্রকাশ হোক, তার পর কথা হবে। কিছু ভুলভাল জিনিস নিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। যারা রাজ্যের বর্তমানে ক্ষমতায় বসে ভবিষ্যতকে খারাপ করে দিয়েছে, তারা অতীতকে টেনে এনে নিজেদের ভুল সিদ্ধান্তকে ঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। আসলে অতীতের তেমন কোনও ভুল ঘটনা তারা খুঁজে পাবে না। অহেতুক পণ্ডশ্রম করছেন বর্তমান শাসকদল।”

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চালসায় জানালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য এলাকায়

চালসা, ৩১ মার্চ (হি.স.): জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ির মাদুরা বস্তি এলাকায় ঘরের জানালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চুরি গিয়েছে সোনার গয়না ও টাকা। শুক্রবার বিষয়টি নজরে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা রবি রায়ের বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। রবি রায় জানান, বাড়ি বানানোর জন্য একটি বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা থেকে টাকা এনে ঘরে রেখেছিলেন। আলমারির ভেতরে রাখা ছিল টাকা ও সোনার গয়না। অভিযোগ, জানালা ভেঙে ঘরে ঢোকে চোর। এরপর আলমারির তালা ভেঙে টাকা ও গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। পাশে ছেলে ঘুমিয়ে থাকলেও সে টের পায়নি। এদিন খবর পেয়ে সেখানে যায় মেটেলি থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মেটেলি থানা সূত্রে খবর।

হরিয়ানার পঞ্চকুলার একটি রেস্তোরাঁয় আগুন, ঘটনাস্থলে দমকল

চণ্ডীগড়, ৩১ মার্চ (হি.স.): হরিয়ানার পঞ্চকুলার একটি রেস্তোরাঁয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার আগুন লাগে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকল। রেস্তোরাঁটি একটি বহুতলের একদম উচুতে অবস্থিত এবং এটি একটি ঘূর্ণায়মান রেস্তোরাঁ।তাই দমকল কর্মীদের আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ঢেকে যায়। রেস্তোরাঁ থেকে কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে যেতে দেখা যায়। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

আসার পর তিনজন আহতদের মধ্যে সুবিরন দেববর্মার অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় তাকে টাকারজলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

পর্যটন মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত করার ব্যাপরে তিনি নিগম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় পর্যটন মন্ত্রী উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ ও ফুড কোর্ট নির্মাণ করার জন্য নিগম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই মঞ্চে যাতে সপ্তাহের প্রতি শনি ও রবিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার বিষয়েও চিন্তাভাবনা করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে বলেন। তিনি বলেন, এতে করে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সম্পর্কে পর্যটকদের আকর্ষন আরও বাড়বে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে স্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্র চালু করে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী পোষাক বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু করার জন্য তিনি নিগম কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিল পরিশোধ

● প্রথম পাতার পর

কর্ণধার বকেয়া বিল মিটিয়ে দিচ্ছে না। তাদের বহুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দোকান সিল করে দেওয়া হয় এদিন। তবে যারা অবিলম্বে সেই টাকা মিটিয়ে দিতে চায় তারা নগর পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে দেখা করতে পারেন। যদি বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে মহকুমা প্রশাসন। এখন দেখার বিষয় বকেয়া বিল মিটিয়ে না দেওয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে মহকুমা প্রশাসন।

নীল ছবি

● প্রথম পাতার পর

চললেও এখন পর্যন্ত বিধানসভার অধ্যক্ষ ও সচিবের কোন ভূমিকা লক্ষ্য করতে পারছে না আপামর জনগণ। এর মধ্যেই কলকাতা থেকে রাজ্যে ফিরে যাদব লাল নাথের অশ্লীল ভিডিও দেখার বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিকৃত মস্তিষ্ক বললেন বিধায়ক তথা কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন। তিনি বলেন মেয়ের অসুস্থতার কারণে বিধানসভা অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তারপরেও বিধানসভা অধিবেশনের দিকে তাঁর নজর ছিল। বিধানসভা অধিবেশন শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা বক্তব্য রেখে বলেছিলেন যাতে বিধানসভায় গড়িমা রক্ষা করা হয়। এবং শ্রীবৃদ্ধি যাতে করা যায়। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত বিধানসভায় এরকম একটি নোংরা কলঙ্কময় অধ্যায় যে রচিত হবে এটা কেউ কোনদিনও দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। পাশাপাশি বলেন, বিধানসভা অধিবেশনে রতন বাবুর কাছে খবর ছিল এ ধরনের ভিডিও ক্লিপিং যাদব লাল নাথ দেখেন। না হলে এত বিধায়কের মধ্যে কেন রতন বাবু যাদব লাল নাথের কথা বলেছেন। রতন বাবুর এই ইঙ্গিতে কেউ না কেউ ক্যামেরা বন্দি করেছেন।

কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে এই ঘটনার পর এতদিন হয়ে গেলেও বিকৃত মস্তিষ্ক বিধায়কের নৈতিকতা বোধ নেই। সমালোচনা করে শ্রী বর্মন আরো বলেন একই পার্টির বিধায়ক দ্বারাই দেশের অন্যান্য রাজ্য এই ঘটনাগুলি ঘটছে। বিধানসভায় পবিত্রতা নষ্ট করে দিচ্ছেন তারা। ত্রিপুরা রাজ্যে এই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমস্ত বিধায়ক অপমানিত এবং কলঙ্কিত।

শ্রী বর্মন বলেন, যাদব লাল নাথ প্রথমবার বিধায়ক হয়ে বিধানসভা অধিবেশনে এসেছিলেন। অধিবেশন কিভাবে চলে সেই বিষয়ে জেনে আসা ভালো ছিল এই বিধায়ক মশায়ের। বিশেষ করে যখন তিনি এ ধরনের অশ্লীল ভিডিও দেখছিলেন তখন অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু সেই আলোচনার দিকে লক্ষ না রেখে তিনি মগ্ন ছিলেন এই অশ্লীল ভিডিও -র দিকে। মানসিক বিকৃতির পরিচয় দিয়েছেন যাদব লাল নাথ। এবং এখন পর্যন্ত দেখা গেল না পদত্যাগ করে নৈতিকতার দৃষ্টি আকর্ষণ করার। সবচেয়ে বেশি লজ্জার ও হতাশের বিষয় হলো মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে বিধানসভার সচিব থেকে এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তাই যাদব লাল নাথের কাছে দাবি করা হচ্ছে এক্ষুনি তিনি পদত্যাগ করার জন্য। যে বার্তা দিয়েছেন তাতে বিধানসভার প্রত্যেক বিধায়ককে লজ্জিত করেছেন এবং বিধানসভার পবিত্রতা নষ্ট করেছেন বলে জানান যাদব লাল নাথের উদ্দেশ্যে সুদীপ রায় বর্মন।

শকুন্তলা রোডে চৈত্র মেলার জন্য ভিটি বিলি করা হয়েছে শুক্রবার পুর নিগমের তরফে। ছবি নিজস্ব।

শনিবার পাতিয়ালা জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার নভজ্যোত সিং সিধু

চণ্ডীগড়, ৩১ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল শনিবার জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার তথা পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নভজ্যোৎ সিং সিধু। জেলের অন্দরে সুবোধ বালকের মতো আচরণ করায় এবং সব নিয়ম মেনে চলায় মেয়াদ শেষের প্রায় দেড় মাস আগেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। আজ শুক্রবার প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির টুইটার হ্যান্ডেল থেকে ওই জেল মুক্তির কথা জানানো হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে ১৯৮৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর গাড়ি পার্ক করাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সিধুর সঙ্গে পাতিয়ালার বাসিন্দা গুরুনাম সিংয়ের বচসা বাঁধে। বচসা চলাকালীন আচমকাই গুরুনাম সিংকে জোরে ধাক্কা এবং ঘুষি মারেন বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করা হয় সিধুর বিরুদ্ধে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারকে কঠোর সাজা দেওয়ার দাবি জানায় নিহতের পরিবাররা। দীর্ঘ আইন লড়াই শেষে ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট নভজ্যোত সিং সিধুকে এক হাজার টাকা জরিমানা করে। ওই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়। গত বছর দেশের শীর্ষ আদালত এক বছর জেলের সাজা শোনায় প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটারকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পাতিয়ালা জেলে আত্মসমর্পণ করেন সিধু। ঘোষিত সাজার মেয়াদ অনুযায়ী তাঁর ১৬ মে পর্যন্ত জেলে থাকার কথা। কিন্তু দেড় মাস আগেই পাতিয়ালার জেল থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন কংগ্রেস নেতা।

পলাতক

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশি চালিয়ে ৩০ কেজি গাঁজা, ২৪৫০ বোতল এসকফ সিরাফ ও ২২০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আরক্ষা বাহিনী।

সাথে তিনি আরও জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা হবে। কিন্তু বাড়ির মালিককে আটক করা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। অভিযুক্ত মিঠুন দেবনাথের বিরুদ্ধে পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে কোন ধরনের মামলা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পারমিতা পান্ডে।

ইন্দোরের

● প্রথম পাতার পর

নথিভুক্ত করা হয়েছে।

রামনবমী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে কয়েকশো পুণ্যার্থী হাজির হয়েছিলেন। পুজো চলাকালীন বেশ কিছু পুণ্যার্থী মন্দিরের ভিতরেই একটি কুয়োর ছাদে উঠে পড়েন। কুয়োটি বহু পুরনো। সেটির মুখ কংক্রিটের ছাউনি দিয়ে ঢেকেও দেওয়া হয়েছিল। সেই ছাউনির উপর উঠতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। দুর্ঘটনার পর প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিক ও চিকিৎসক দল, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, এসডিআরএফ ও সেনাদল উদ্ধারকাজে হাত লাগায়। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ বিষয়ে সবরকম সাহায্যের জন্য জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বেলেশ্বর মহাদেব ঝুলেলাল মন্দিরে প্রাণহানির ঘটনায় এফআইআর দায়ের হয়েছে বলে জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। একইসঙ্গে এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ও মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। আহতদের সঙ্গে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, ম্যাজিস্ট্রিয়াল তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন। আমরা রাজ্য জুড়ে এই ধরনের স্টেপ-ওয়েল এবং বোরওয়েলগুলি পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছি।'

নামাঙ্কিত

● প্রথম পাতার পর

তুলে ধরা হবে যাতে তারা ত্রিপুরা সম্পর্কে আরও আকৃষ্ট হন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল। সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাতেই আগামী দিনে দেশে ত্রিপুরা একটি উন্নত রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বর্তমান ত্রিপুরা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে আগরতলা শহরকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা ও সমস্যা নিরসনে সরকার কাজ করছে। শহরবাসীকে সুস্থ নাগরিক পরিসেবা প্রদান, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ রাস্তা, ড্রেইন সংস্কার করে শহরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগরতলা শহরে বিভিন্ন অব্যবহারযোগ্য পুকুরগুলির সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। আগরতলা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যানজটমুক্ত এবং শহরবাসীকে বৃষ্টির জমে থাকা জল থেকে পরিত্রাণ দিতে আগরতলা পুরনিগম সচেষ্ট। এক্ষেত্রে তিনি শহরবাসীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

অনুষ্ঠানে আগরতলা স্মার্টসিটি লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিব অফিসার ডঃ শৈলেশ কুমার যাদব আগরতলা পুরনিগম এবং আগরতলা স্মার্টসিটির অন্তর্গত যে প্রকল্পগুলির আজ উদ্বোধন হয়েছে সেগুলির বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এমবিবি চৌমুহনীর নতুন নামাকরণ প্রকল্প রূপায়নে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। স্মার্টসিটি মিশনে উমাকান্ত একাডেমি, নন্দননগর এবং আইজিএম হাসপাতালের সামনে নির্মিত যাত্রী শেডগুলির জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৯০ লক্ষ টাকা। ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকায় জল নিষ্কাশনের জন্য মহারাজগঞ্জ বাজারে ফ্লাড ড্রেইনেজ পাম্প হাউজ বসানো হয়েছে। তিনি বলেন আগরতলা শহরে ১৬টি পাম্প ছিল এটি ১৭তম। তিনি জানান, আগরতলা পুরনিগম এবং স্মার্টসিটি মিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নে ত্রিপুরা সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ

বালুরঘাট, ৩১ মার্চ (হি.স.) : বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের জলঘর মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে কয়েক ঘণ্টা বালুরঘাট-তপন রুটে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, বারবার দাবি জানিয়েও কাজ না হওয়ায় সমস্যায় পড়েন নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জলঘর পঞ্চায়েতের জলঘর থেকে তেলাপুকুর পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার মাটির রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। বর্ষার সময় ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় বাসিন্দাদের। তেলাপুকুর গ্রামে প্রায় ১০০ পরিবারের বসবাস। স্কুল সহ অফিস, বিভিন্ন কাজে ওই রাস্তা দিয়েই প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতে হয়। প্রায় তিন মাস আগে পাকা রাস্তার দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন গ্রামবাসীরা। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত কাজ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস পেরিয়ে গেলেও এই রাস্তা আজও হয়নি। বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, পথশ্রী প্রকল্পে এই রাস্তা নেই। সেকারণেই পুনরায় আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা। জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোপাল মুর্মু বলেন, 'ওই রাস্তাটি করার মতো তহবিল পঞ্চায়েতে থাকে না। তাই আমরা জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি।'

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা শহরে ভাড়া থাকে। বাইক চুরির পর তারা কলম ছাড়া দিয়ে বাইক বাংলাদেশে পাচার করে। তাদের সাথে জড়িত রয়েছে আরও অনেকে। অবিলম্বে অবশ্যই সেই চোরদের জালে তোলা হবে বলে জানায় পুলিশ।

তছনছ

● প্রথম পাতার পর

সড়ক অবরোধে বসে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনজাতি অংশের লোকজন। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা চলে এই জাতীয় সড়ক অবরোধ। এই সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে অবরোধস্থলে পৌঁছায় মুঙ্গিয়াকামি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং খবর দেওয়া হয় মহকুমা প্রশাসন সহ পূর্ত দপ্তর'কে। পরবর্তীতে দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা পর অবরোধস্থলে পৌঁছায় মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকেরা এবং অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা চলে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা। পরবর্তীতে প্রশাসনের আধিকারিকদের আশ্বাস পেয়ে এবং অতিদ্রুত এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মূলে অবরোধ মুক্ত হয় জাতীয় সড়ক।

আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা অবরোধ থাকার ফলে রাস্তার দু'ধারে আটকে পড়ে শত শত ছোট বড় যানবাহন। ফলে ঘন্টার পর ঘন্টা দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে যাত্রী সাধারনের।

বাসন্তী পূজা

● প্রথম পাতার পর

পূজার আয়োজন করে আসছেন। দশমীর দিনে সকলে মিলে মেতে ওঠেন সিঁদুর খেলায়। সবাইকে যেন সুখ , শান্তি , সম্প্রীতি প্রদান করেন তার প্রার্থনা করেন মহিলারা।

ষষ্ঠী থেকে নবমী চার দিন আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে শুক্রবার বিজয়া দশমীর দিনে ভারাক্রান্ত ধর্মপ্রাণ মানুষজন। এদিন দুর্গা বাড়িতে যাবতীয় নিয়ম মেনে মায়ের দশমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার সকালে ধর্মীয় ভাব গম্ভীর পরিবেশে দুর্গাবাড়ি মন্দিরে দশমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দশমী পূজার সকাল থেকেই ধর্মপ্রাণ মানুষের মন ভারাক্রান্ত। কেননা চারদিন মায়ের পুজো করে আনন্দে উল্লাসে কাটিয়েছেন সকলের। আজ মা ফিরে যাবেন। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে শুক্রবার সকালে দুর্গা বাড়িতে দশমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দশমী পূজার পরেই নিয়ম অনুযায়ী ঘট চলে যায় সরকারি হেফাজতে। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হয় দশমী যাত্রা। পুরোহিত জানিয়েছেন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মায়ের প্রতিমা বিসর্জনের উদ্দেশ্যে মন্দির থেকে বের করা হয়। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় দশমি ঘাটে। আগামীর আহ্বান জানিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন এর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হল পাঁচ দিন ব্যাপী বাসন্তী পূজা।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তারা প্রচার করেছে তারা ক্ষমতায় চলে আসছে। কিন্তু এখন তাদের খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষের প্রয়োজনে সরকার মানুষের কাছে পৌঁছেছে। বিজেপি-র অভিভাবক প্রধানমন্ত্রী। তিনি উন্নয়ন ছাড়া কথা বলেন না। এইবার মহিলাদের কারনে রাজ্যে পুনঃরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহিলাদের সর্বদা সম্মান করে বিজেপি। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম সর্বাধিক মহিলা প্রতিনিধি বিধানসভায় রয়েছে। বর্তমান সরকার রাজ্যের মানুষের আর্থ সামজিক মান উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। আগরতলা শহরের বহু সমস্যা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেসব বহু সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। তবে আগরতলা শহরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জল জমা। দীর্ঘ ২৫ বছর যারা আগরতলা পুর নির্বাচন চালিয়েছিল তাদের ব্যর্থতার কারণে এই জমা হতো। বর্তমান সরকার এটা দ্রুততার সাথে সমাধান করছে। এবং জল যাতে না জমে তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য নিগম উদ্যোগ গ্রহণ করছে। খুব দ্রুত এ সমস্যা থেকে পরিত্রান দিতে পারবে বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন মেয়র দীপক মজুমদার। পূবর্তন বাম সরকার স্মার্ট সিটির কাজ না করায় মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এর জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মেয়র। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্যরা।

৫০-তম রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স সম্পন্ন
প্রত্যাশিত সাফল্য সদরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স শেষ হয়েছে আজ। এন এস আর সি সি-র জিমন্যাস্টিক্স হল-এ বৃহস্পতিবার থেকে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী ৫০ তম রাজ্য স্তরীয় জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ ১২ বালক বিভাগে অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে অরবিন্দ ক্লাবের পার্থিব দাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পৃথ্বীরাজ পাল পেয়েছে রানার্স খেতাব। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে হিমেশ বনিক। পামেল হর্সে পৃথ্বীরাজ, পার্থিব, গোপাল সাহা; রোমান রিং-এ পার্থিব, হিমেশ, পিকন সরকার; ভল্টিং টেবিলে পার্থিব, জানদীপ বিশ্বাস ও হিমেশ, পৃথ্বীরাজ; প্যারালাল বার-এ পার্থিব, হিমেশ, পৃথ্বীরাজ; হরাইজেন্টাল বার-এ পার্থিব, পৃথ্বীরাজ, গোপাল ফ্লোর এক্সারসাইজে পার্থিব, সায়ন দেবনাথ ও পৃথ্বীরাজ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। বালিকা বিভাগে অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের শ্রীপর্ণা দেবনাথ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শ্রেয়াংশী রায় পেয়েছে রানার্স খেতাব। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে ঝআরাধ্যা দেব। ফ্লোর এক্সারসাইজ, ভল্টিং টেবিল ও ব্যালেন্স বীমে শ্রীপর্ণা, শ্রেয়াংশী, আরাধ্যা; আন-ইভেন বার-এ শ্রীপর্ণা, তৃষা বর্মন ও দোয়েল আচার্য যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।অনূর্ধ১৪ বালক বিভাগ অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে সাই স্টেট সেন্টারের সূর্য সরকার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। স্পোর্টস স্কুলের সাগর সরকার পেয়েছে রানার খেতাব। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে সত্যজিৎ দেব। ফ্লোর এক্সারসাইজে সত্যজিৎ, সাগর, অনিকেত পাল; পামেল হর্সে সাগর, সূর্য, শিভম পাল; রোমান রিং-এ সূর্য, সত্যজিৎ, সাগর; ভল্টিং টেবিলে সূর্য, শিবম, তন্ময় দাস; প্যারালাল বার-এ সূর্য, সাগর, সত্যজিৎ; হরাইজেন্টাল বার-এ সূর্য, শিবম, সাগর ও চয়ন দেব যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।অনূর্ধ ১৫ বালিকা বিভাগে অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে রাধা মাধব উন্নয়ন সংঘের আসকা দেব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের মৌনালী কর পেয়েছে রানার্স খেতাব। স্পোর্টস স্কুলের মিলি দেববর্মা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ব্যালেন্স বীমে আসকা, সর্বানী দাস, মৌনালি; ফ্লোর এক্সারসাইজে আসকা, মিলি বৃত্তিকা পন্ডিত; আন-ইভেন বার-এ মৌনালী, আসকা, মিলি; ভল্টিং টেবিলে মৌনালী, বৃত্তিকা, আসকা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগে অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে রামকৃষ্ণ ক্লাবের গৌরব দাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খুমুলুঙের তুইমুক দেববর্মা রানার্স খেতাব পেয়েছে। স্পোর্টস স্কুলের শুভম দাস পেয়েছে তৃতীয় পুরস্কার। ফ্লোর এক্সারসাইজে গৌরব, উদয় সরকার, তুইমুক; পামেল হর্সে তুইমুক, গৌরব, সোমরাজ দাস; রোমান রিং-এ উদয়, গৌরব, পিন্টু সাহা; ভল্টিং টেবিলে তুইমুক, গৌরব, আরিয়ান শীল; প্যারালাল বার-এ গৌরব, তুইমুক, শুভম; হরাইজেন্টাল বার-এ গৌরব, শুভম, আরিয়ান যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। মহিলা বিভাগে অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে ছাত্রবন্ধু ক্লাবের প্রতিষ্ঠা সামন্ত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারের অস্মিতা পাল ও ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সঞ্চিতা মজুমদার যুগ্মভাবে রানার্স খেতাব পেয়েছে। লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের সঙ্গীতা দেব পেয়েছে তৃতীয় পুরস্কার। ভল্টিং টেবিলে প্রতিষ্ঠা, অস্মিতা, সঞ্চিতা; আন-ইভেন বার-এ সঙ্গীতা, প্রতিষ্ঠা, সঞ্চিতা; ব্যালেন্স বীমে প্রতিষ্ঠা, সঞ্চিতা, সংগীতা; ফ্লোর এক্সারসাইজে অস্মিতা, প্রতিষ্ঠা, সঞ্চিতা যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

পুরুষ বিভাগে অলরাউন্ড ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে অরবিন্দ ক্লাবের রাহুল দাস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শাহার মোহাম্মদ পেয়েছে রানার্স খেতাব।খুমুলুঙ-এর চাং দেববর্মা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। ফ্লোর এক্সারসাইজ, প্যারালাল বার ও ভল্টিং টেবিলে রাহুল, শাহার, চাং; পামেল হর্সে রাহুল, চাং, শাহার; রোমান রিং ও হারাইজেন্টাল বার-এ শাহার, রাহুল, চাং যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ইম্ফলে সাংগাই কাপ জুডো আসরে সাফল্যের লক্ষ্যে এগুচ্ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। সাংগাই কাপে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা দারুন সাফল্য পাচ্ছে। মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলে বৃহস্পতিবার থেকে এই আইআইএস সাঙ্গাই কাপ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। চার দিনব্যাপী আয়োজিত এই সাঙ্গাই কাপ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপের দুই দিনের প্রতিযোগিতা শেষে ত্রিপুরার জুডোকারা তিনটি রৌপ্য পদক সহ মোট ১০ টি পদক পেয়েছে। সাপ জুনিয়র বালিকা বিভাগে ৩৬ কেজি গ্রুপে তানিয়া দাস রৌপ্য পদক, ৪০ কেজি বিভাগে আকাঙ্ক্ষা ঘোষ ব্রোঞ্জ পদক, ৫৭ কেজি বিভাগে ঋতু দেববর্মা পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। সাব জুনিয়র বালক বিভাগে ৪০ কেজি গ্রুপে ঈশান দে ব্রোঞ্জ পদক, ৫০ কেজি বিভাগে আব্রাহাম কাইপেন রৌপ্য পদক, ৬০ কেজি বিভাগে জোশ কাইপেন রৌপ্য পদক পেয়েছে। ৬৬ কেজি বিভাগে ৪৮ কেজি বিভাগে রাকেশ দেববর্মা ব্রোঞ্জ পদক, ক্যাডেট বিভাগে ৪৮ কেজি গ্রুপে সুহেতা দাস ব্রোঞ্জ পদক, ৫২ কেজি বিভাগে প্রিয়া দেববর্মা ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

টিসিএ আয়োজিত সমীরণ স্মৃতি
ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। আগামীকাল থেকে শুরু টি-২০ ক্রিকেট। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট আসরের উদ্বোধনী দিনে আগামীকাল হবে ৪ টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় স্ফুলিঙ্গ খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে, দুপুর সোয়া ১ টায় জে সি সি খেলবে হার্ভের বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পুলিস ট্রেনিং আকাদেমি মাঠে সকাল ৯ টায় সংহতি খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং দুপুর সোয়া ১ টায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। তবে কাল বৈশাখীর তান্ডবে ধীরে ধীরে যেভাবে রাজ্যে বৃষ্টি আছরে পড়ছে তাতে ওই আসরের কতটা ম্যাচ শেষ পর্যন্ত হতে পারবে তা নিয়েও রয়েছে সন্দেহ। প্রায় প্রতি রাতেই বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে রাজ্যে। ফলে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ১৪ টি দল। তাদের ২ গ্রুপে রাখা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'- স্ফুলিঙ্গ, সংহতি, কসমোপলিটন, ব্লাডমাউথ, ইউ বি এস টি, মৌচাক, চলমান সঙ্ঘ। গ্রুপ 'বি'- জে সি সি, শতদল সঙ্ঘ, ইউনাটেড ফ্রেন্ডস, ও পি সি, বি সি সি এবং হার্ভে। প্রতি গ্রুপ থেকে ৪ টি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে ২১ এপ্রিল। ফাইনাল ২৩ এপ্রিল। আসরে সাফল্য পেতে সবকটি দল প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে জোড় কদমে। ত্রিমুকুট জয়ের লক্ষ্য আসরে মাঠে নামবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। ১০ বছর আগে শেষবার ত্রিমুকুট জয় করেছিলো গণরাজ চৌমুহনীর ওই ক্লাবটি। এবারও সেই লক্ষ্যেই মাঠে নামবে দৃঢ়তার সঙ্গে জানান ক্লাব কর্তারা। এদিকে অপর শক্তিশালী দল ইউনাটেড ফ্রেন্ডস মরশুমে এখনও শিরোপা দখল করতে পারেনি। তাই বিশাল ঘোষদের লক্ষ্য টি-২০ ট্রফি ঘরে তোলা। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে
গ্রুপ লিগের শেষ ৮ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। গ্রুপ লিগের শেষ আটটি ম্যাচ আগামীকাল। শেষ ম্যাচ হিসেবে সদর 'এ', সদর 'বি', উদয়পুর এবং ধর্মনগর মহকুমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চার দলই তিন ম্যাচ খেলে অপ্রতিরোধ্য রয়েছে। ফলে সেমিফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ৪ দলই।

তবে আজ ম্যাচটিকে হালকা ভাবে নিলে খেসারত দিতে হবে ৪ দলকেই। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। ৮ দলই শুক্রবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। আগামীকাল নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে সদর 'এ' বনাম খোয়াই মহকুমা, নিপকো মাঠে তেলিয়ামুড়া মহকুমা বনাম মোহনপুর মহকুমা, অমরপুরের চন্ডিবাড়ী স্কুল মাঠে উদয়পুর মহকুমা বনাম সাব্রুম মহকুমা, রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে বিলোনিয়া মহকুমা বনাম শান্তিরবাজার মহকুমা, বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া মাঠে সদর 'বি' বনাম জিরানীয়া মহকুমা, সোনামুড়ার স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে অমরপুর মহকুমা বনাম কৈলাসহর মহকুমা, কৈলাসহরের আর কে আই মাঠে ধর্মনগর মহকুমা বনাম লংতরাইভ্যালি মহকুমা এবং রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে কাঞ্চনপুর মহকুমা বনাম কমলপুর মহকুমা খেলবে। এবারের রাজ্য আসর থেকে বেশ কযেকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার নজরে এসেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উদয়পুর মহকুমার শ্রীমন দেবনাথ, সোনামুড়া মহকুমার সিদ্ধার্থ মজুমদার, সদরের অর্পন ভট্টাচার্য, ময়ুখ চক্রবর্তী, ইয়াশ দেববর্মা সহ বেশ কয়েকজন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদের উচিৎ ওই সকল প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের বাছাই করে এনে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার। এবং আগামীদিনের সম্পদ তৈরী করার।

(For publication of NIT in the Newspaper)
NIT NO: e-PT-79/W/EE/RDAD/2022-23 Dt. 29/03/2023

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 06/04/2023 for 2 (two) nos maintenance & repair works at Paschim Tripura Zilla Parishad, Agartala. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-4568-23

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 68 /BE/ENGG.CELL/DSE/2022-23,,D1. 24/03/2023
The Engin Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the percentage rate e- tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors FFirms/Agencies of 'Appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P,M. on 13/04/2023 for the following work:-

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of 1unit CWSN Toilet at Duriachara Shibbari High School under Durgachowmahani Block, Dhalai District during the year 2022 -23. DNIeT No: 58/EE/ENGG. CELL/DSE/2022-23.	Rs.270000.0 0	Rs. 5400. 00	Up to 15.00 Hrs on 13/04/2023…… ….*	90 days.	17/04/2023 on 11.00 AM.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

ICA/C-4576/23

Executive Engineer
Engineering Cell, Directorate of Secondary
Education, Agartala. West Tripura,

GOVERNMENT OF TRIPURA
Secondary Education Department
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:

66/EE/ENGG.CELL/DSE/2022-23,.Dt. 21/03/2023 The Engineering Cell, Secondary Education Department, Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 12/04/2023 for the following work:-

Sl No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last Date of Bidding	Time for completion	Date of opening
1	Construction of 1 unit CWSN Toilet at Bhati Dudhpur High School under Kumarghat Block of Unakoti District during the year 2022-23. DNIeT No: 56/EE/ENGG. CELL/DSE/2022-23.	Rs.2,69,980. 00	Rs. 5400. 00	Up to 15.00 Hrs on 12/04/2023…… ….*	90 days.	13/04/2023 on 11.00 AM.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above. The e- Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

ICA-C- 4573-23

Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary
Education, Agartala.
West Tripura.

NOTICE INVITING SHORT TENDER

Sealed tenders in plain paper are hereby invited from the bonafide Indian Citizen/Distributors/ Authorized Dealers/Agents or Registered Govt. Order Suppliers in respect to supply of "Instruments & Equipments" during 2023-24 under Dharmanagar Forest Sub-Division for utilization in Rowa Rurban Project. Tenders should be received by the office of the undersigned up to 3.00 pm of 20th April'2023 through Speed Post/Registered Post Registered Courier Service only. Tender will be opened on the same day at 4.00 pm if otherwise not engaged by the undersigned with urgent official works. If so, opening time and date will be intimated to the tenderer well in ahead. By hand dropping or submission will not be entertained. Tender reached to the office of the undersigned after 3.00 pm of 20th April 2023 by any stipulated way will not be entertained at any circumstances. Tenderer or their authorized person may also remain present during the time of opening the tender.

The undersigned have the right to accept and reject or terminate all the tenders including lowest one also without causing any reason at any circumstances.

Details of the Instruments & Equipments

SN	Items	Specification	Quantity
1	Table Sender	6"x48" with 2 HP Motor	1(one) no.
2	Stand Drill	¾" with 1 HP Motor	1(one) no.
3	Hand Drill	13mm	1(one) no.
4	Angle Grinder	4"	1(one) no.
5	Wood Lath Machine	2 HP	1(one) no.
6	Compressor	200 lbs with 1 HP Motor	1(one) no.
7	Miter Saw	12"	1(one) no.
8	Pilot Spray Gun	500 grm.	1(one) no.

Sd/-
(Gaurav R. Wagh, IFS)
Sub-Divisional Forest Officer
Dharmanagar

ICA/C-4564/23

সন্ধান চাই

Ref :- Bamutia OP G.D.Entry No-11, dated : 21/03/203

পাশের ছবিটি শ্রী অতীন্দ্র সরকার, সাং- দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়া, বামুটিয়া থানা - লেফুঙ্গা , পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩৬ বছর, গায়ের রঙ - শ্যামলা, উচ্চতা- ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, স্বাস্থ্য ঃ মধ্যম, পরনে, - সবুজ চুরিদার, গত ২০-০৩-২৩ইং তারিখ আনুমানিক বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরে উল্লেখিত এই পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০,
৩। লেফুঙ্গা থানা - ৭৬৩০৮৪৭৯২৫.

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-2293/23

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা
বিজ্ঞপ্তি

No. F.04.B/Advt./PUB/PRO/AMC/21 Dt. 31/03/2023

মহাবীর জয়ন্তীতে মাংস কাটা ও বিক্রি নিষেধ

আগামী ৩রা এপ্রিল ২০২৩ ইং সোমবার মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় কোন প্রকার পশু-পাখী নিধন বা পশু পাখীর মাংস বিক্রি না করার জন্য আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে
স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুরনিগম

PNIeT No: 92/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated. 28/03/2023
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Fim /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Maintenance of Secretariat Building at Kunjaban, Agartala during the year 2023-24 under PWD Capital Complex Division. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in, Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNieT No: 85/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost %9,25,114.66 Earnest Money: 718,502.00 and Time for completion: 120 (one hundred twenty) days
Last date & time for online Bidding: 18/04/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-4585/23

(B. Das)
Executive Engineer
Caplital Complex Division,
PWD(Bulldings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

The Executive Engineer, NH Division , Agartala, PWD (NH), West Tripura invites sealed tenders vide PNIT No.:- 05 / EE-NHD/PWD (NH)/AGT/ 2022-23, Dated, Agartala, the 27 March, 2023 for hiring of vehicle 1 no. Scorpio for office of the Chief Engineer, details mentioned below:

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 07/EE/PWD(NH)/NH DIV/AGT/2022-23	₹. 4,78,400.00	₹. 9568.00	10(Ten) months.

Tender forms may be collected from the office of the undersigned during the office hour upto 17.04.2023 and last date of dropping of tenders is 17.04.2023 up to 3:00pm. Last Date of receipt of application: 13.04.2023. Tender to be Opened on: 17.04.2023 at 4.00 P.M.(if possible).
For details please see
For and on the behalf of the "Government of Tripura"

Executive Engineer
NH Division, PWD (NH)
Agartala, West Tripura

ICA/C-4596/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণীসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে : প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে প্রাণীসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই প্রাণীপালকদের রোজগার বৃদ্ধির জন্য প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে প্রাণী খাদ্যের ঘাটতি পূরণেও উদ্যোগ নিয়েছে দপ্তর। আজ কা'নবাড়ি মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক একদিবসীয় পশুধন মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে একথা বলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস। পশুধন মেলা ও প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কা'নবাড়ি গ্রাম পা'য়েতের প্রধান বিপ্লব সিং চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস মেলায় প্রাণীপালকদের গৃহপালিত গরু, ছাগল, হাঁস, মোরগ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর ও স্বসহায়ক দলের প্রদর্শনী স্টলগুলি ঘুরে দেখেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, এই মেলার ফলে প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষে রাজ্য সরকার তাদের জন্য কিভাবে কাজ করছে সে বিষয়ে প্রাণী পালকগণ সচেতন হতে পারবেন। প্রাণীপালকদের সচেতন করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গৃহপালিত প্রাণী যাতে রোগমুক্ত থাকে তারজন্য দপ্তর যেমন প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করে তেমনি ভ্রাম্যমান ভ্যানের মাধ্যমেও প্রাণীর চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করছে সরকার। দপ্তরের কাজের মূল অভিমুখ হলো, প্রাণীপালকদের বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে যুক্ত করে রাজ্যের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ঘাটতি মেটানো ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস বলেন, যারা প্রাণীপালন ও মৎস্যচাষের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের কাছে এ জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীপালনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে উন্নত প্রাণী খাদ্যের যোগান ও চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য প্রাণীপালকদের পেশাদারি হওয়ার জন্যও তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পশুপালন অত্যন্ত লাভদায়ক ক্ষেত্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের ঊনকোটি জেলার প্রাণীসম্পদ বিকাশ কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা ডা. সমীরণ সিনহা। উপস্থিত ছিলেন জেলার মৎস্য উপঅধিকর্তা জয়ন্ত চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ প্রাণীপালকদের পুরস্কৃতও করেন।

ইসরাইল এর পার্লামেন্টের স্পিকার আমির ওহানার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার নয়াদিল্লীতে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিরলার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

পর্যটনের বিকাশে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান পর্যটন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। রাজ্যে পর্যটনের বিকাশে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানালেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন রাজ্যে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এন এস এস স্বেচ্ছা সেবকদের এই ক্ষেত্রে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করে তার সৌন্দর্য সর্ব স্তরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। শুক্রবার রবীন্দ্রভবনে নর্থ ইষ্ট এন এস এস ফেস্টিবলের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন তিনি। জি-২০ সামিট আগামী ৩ ও ৪ এপ্রিল রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে। তার জন্য সেজে উঠেছে শহর আগরতলা এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলি। ৬০-র অধিক প্রতিনিধি রাজ্যে আসবেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পাবে। এন এস এস স্বেচ্ছা সেবকদের এই ক্ষেত্রে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র গুলি পরিদর্শন করে তার সৌন্দর্য সর্ব স্তরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। শুক্রবার রবীন্দ্রভবনে নর্থ ইষ্ট এন এস এস ফেস্টিবলের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন তিনি। গত ২৭ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল এই উৎসব। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য থেকে এন এস এস এর স্বেচ্ছা সেবকেরা এই উৎসবে অংশ নেন। এদিন মন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত এন এস এস স্বেচ্ছা সেবকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

সিআইটিইউর কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। দেশে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার বেপরোয়া হয়ে বিরোধী মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেছেন দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিরা নাকি দেশদ্রোহিতার ভূমিকা পালন করছেন। সরকারের এই ভূমিকার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের আইনজীবীরা প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছে। শুক্রবার জনগণের স্বার্থে ১৪ দফা দাবিতে সি আই টি ইউ, কৃষক সভা এবং ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের যৌথ কনভেনশনে এ কথা বলেন সিআইটিইউ -র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত। ভানু ঘোষ স্মৃতিভবনে এই দিন তিনি বলেন দেশে এক লক্ষাধিক কৃষক গত তিন বছরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। জীবন জীবিকা রক্ষা করতে না পেরে এক লক্ষ বারো হাজার শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে জানান তিনি।

কমলাসাগরে বাসন্তী পূজায় শামিল হলেন বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। পশ্চিম গকুলনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত বাসন্তী দুর্গাপূজায় সামিল হন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব। পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন তিনি। পশ্চিম গোকুলনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বোধনের দিন থেকে বিজয়া দশমীর দিন পর্যন্ত পূজা প্রাঙ্গণে এলাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতারা ভিড় জমান। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের পাশাপাশি এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। বিধায়িকাকে কাছে পেয়ে এলাকার মানুষজন দারুন খুশি। বিধায়িকা এলাকার ধর্ম প্রাণ মানুষজনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সকলের শোক সমৃদ্ধি কামনা করেন। শুক্রবার সকাল থেকেই শুরু হয় দশমী পূজা।

গাবর্দি নবোদয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মার্চ।। এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জহর নবোদয় বিদ্যালয় সিপাহীজলার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার জম্পুইজলা মহকুমার গাবর্দি জহর নবোদয় বিদ্যালয় এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব এবং ফলপ্রকাশ অনুষ্ঠান হল। এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল প্রদীপ কুমার সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী এবং জহর নবোদয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক অভিভাবিকা গন। অনুষ্ঠানে সপ্তম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা সহ সারা বছর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ইভেন্টে যে প্রতিযোগিতামূলক কর্মে অংশগ্রহণ করেছিল তার মূল্যায়ন করে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।গ্রামীণ এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে জহর বিদ্যালয় সমিতির তত্ত্বাবধানে সিপাহীজলা জেলায় প্রথম নবোদয় বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল গাবর্দিস্থিত আসাম রাইফেলের একটি পরিত্যক্ত ক্যাম্পে।মোট ৪০ জন প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে শুরু হলেও আজ বিদ্যালয়ে মোট ২৪০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে মোট ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে টাকারজলাতে নবোদয় বিদ্যালয় সিপাহীজলার স্থায়ী ঠিকানা সুদৃশ্য বাড়ি হলেও এখন পর্যন্ত নবোদয় বিদ্যালয়টি অজ্ঞাত কারণে স্থানান্তরিত করা হয়নি। তবে অনুষ্ঠানে এই বিষয় নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল প্রদীপ কুমার সহ অভিভাবক অভিভাবিকাগন, পাশাপাশি তারা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অতিসত্বর যেন বিদ্যালয়টি স্থায়ী ঠিকানা অর্থাৎ টাকারজলাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

বাসন্তী পূজা শেষে বিষন্নতার সুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। বাসন্তী পূজার দশমী পূজা শেষের পর শুক্রবার বিকাল থেকে শুরু হয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জন। আনন্দে উচ্ছ্বাসে মিশেছে বিষণ্ণতার সুর। সকাল থেকে মন্ডপে মন্ডপে দেবীর বরণ হয়। হয় ঘট বিসর্জন। এরপর হয় সিঁদুর খেলা। হাওয়া নদীতে মা-কে বিদায় জানানো শুরু হয়েছে। হাসি মুখে মাকে বিদায় জানিয়ে আরও একটা বছরের অপেক্ষা। শুক্রবার বিকাল থেকেই দশমীকে কেন্দ্র করে দশমি ঘাটে ছিল দর্শনার্থীদের ব্যাপক ভিড়। সকলের মনে ছিল এক অজানা কষ্ট, মুখে ছিল হাসি, মাকে বিদায় জানিয়ে একটি বছরের অপেক্ষা যেন আবারও প্রহর গোনা শুরু। এইদিন বিকাল থেকে বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিমা নিয়ে দশমীঘাট মুখী হয়। সেখান এক এক করে প্রতিমা গুলি নিরঞ্জন করা হয় হাওড়া নদীতে।

৪ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে চৈত্র মেলা, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভিটি বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। আগামী ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে চৈত্র মেলা। আগরতলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে শকুন্তলা রোড ও জ্যাকসন গেট এলাকায় এবার মেলার আয়োজন করা হবে। এজন্য প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ৪ ই এপ্রিল থেকে শুরু হবে আগরতলা চৈত্র মেলা। দুটি জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। শকুন্তলা রোড ও জ্যাকসন গেট এলাকায়। এই চৈত্র মেলাকে সামনে রেখে ভিটের জায়গা বন্টন করা হচ্ছে আগরতলা পৌর নিগমের তরফ থেকে। নিগমের তরফে প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল শুক্রবার শকুন্তলা রোড ও জ্যাকসন গেট এলাকায় ভিটি বিতরণের লক্ষ্যে জায়গার পরিমান নির্ধারণ করে দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানিয়েছেন আগামী ৪ এপ্রিল থেকে পুরো দমে চৈত্র মেলা শুরু হবে। মেলায় দোকান নিয়ে বসতে আগ্রহীদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই ভিটি বন্টন করা হবে। অন্যান্য বছরের মত এবছরও যাতে চৈত্র মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য আগরতলা পুরো নিগমের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের পাশে সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। ডক্টর হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের মহিলা সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন সচেতন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম চৌমুহনীস্থিত এক বিয়ে বাড়িতে শিবিরের মাধ্যমে ১১৩ জন মহিলা সাফাই কর্মীরা হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল গ্লাভস, স্যানিটাইজার, স্যানিটারি ন্যাপকিন সহ অন্যান্য সামগ্রী। উপস্থিত ছিলেন সদর এস ডি পি ও অজয় কুমার দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ রঞ্জিত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। মূলত সাফাই কর্মীদের পরিবার এবং নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে পুর নিগমের তিনটি জোনের মহিলা সাফাই কর্মীদের এই সামগ্রী প্রদান করা হবে বলে জানান বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ রঞ্জিত চক্রবর্তী।

কল্যাণপুর বাজারে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভবন উদ্বোধনের অপেক্ষায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। কল্যাণপুর বাজারে গড়ে উঠছে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দফতরের দ্বিতল ভবন। শুক্রবার নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখলেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়নে এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাসের চৌধুরী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ বাম শাসনে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা এলাকার উন্নয়ন আশানুরূপ হয়নি। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা এলাকার জনগণ এই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী পিনাকী দাসের চৌধুরীকে জয়ী করে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার সুযোগ করে দেন। বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই তিনি এলাকার উন্নয়নে সার্বিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। শুক্রবার এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাসের চৌধুরী প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে কল্যাণপুর বাজারে গড়ে ওঠা দপ্তরের বিটল ভবনের শেষ পর্যায়ের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন। কাজের অগ্রগতি দেখে বিধায়ক সন্তোষ ব্যক্ত করেন। শীঘ্রই কাজ সম্পন্ন করে ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে বলে জানা গেছে।

আখাউড়া রোডে রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। আগরতলা আখাউড়া রোডে অবস্থিত রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠের বিভিন্ন সম্পর্কে অবগত হলেন পুর নিগমের মেয়র। আখাউড়া রোডস্থিত রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। পরিকাঠামগত ওইসব সমস্যা সমাধানের জন্য মঠ কর্তৃপক্ষের তরফে আগরতলা পুর নিগমের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলা পুরো নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার শুক্রবার রামকৃষ্ণ সারদেশ্বরী মঠ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তিনি সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হন। ট্রাস্টের লোকজনরা আগরতলা পুরো নিগমের কাছে মঠের সমস্যা ও সমাধানের জন্য সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্যাগুলি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে পুরনিগমের মেয়র জানান আইনের মধ্য থেকে যেসব সহযোগিতা করা সম্ভব সেই সহযোগিতা করতে পুর নিগম প্রস্তুত। শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন।।

পাঁচটি ব্লকের ৩৩ জন মহিলাকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কস্টিউম জুয়েলারির ট্রেনিং সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মার্চ।। বর্তমান সময়ে মহিলারা সোনার গহনার পরিবর্তে বিভিন্ন কস্টিউম জুয়েলারি পড়তে ভালোবাসেন।তাই বর্তমান বাজারে এই কস্টিউম জুয়েলারির চাহিদাও প্রচুর।তাই ত্রিপুরার গ্রামীন মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাঙ্ক রুরাল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে গত তের মার্চ থেকে শুরু হওয়া তের দিনের কস্টিউম জুয়েলারির ট্রেনিং সম্পন্ন হয় গত পঁচিশ তারিখ।তের দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মহিলাদের হাতে কলমে বিভিন্ন জুয়েলারি তৈরী করার পদ্ধতি শেখানো হয়।এর মধ্যে গলার বিভিন্ন রকমের নেকলেস থেকে শুরু করে হাতের চুড়ি, কানের দুল সব কিছু নিখুঁত ভাবে শেখানো হয়।এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা সকাল দশটায় শুরু হয় শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মহিলা দের সকালে টিফিন, দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজন, আবার বিকালে চা পানের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রশিক্ষণের পাঁচটি ব্লকের তেত্রিশ জন মহিলা প্রশিক্ষণ নেন। গত পঁচিশ তারিখ শিলচর থেকে আগত ট্রেইনার দিয়ে এই প্রশিক্ষনার্থী দের লিখিত, মৌখিক ও প্র্যাক্টিকেল পরীক্ষা নেওয়া হয়।

শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে শেষ নয়, মহিলা দের ব্যবসায়ি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গত ছাব্বিশ মার্চ থেকে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত ছয় দিনের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মহিলাদের সফল ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আরশেঠির পক্ষ থেকে ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। শুক্রবার এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষনার্থী দের মধ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ও ইডিপি র সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।যা প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।টিজিবি আরশেঠির এবারের ফলাফলে প্রথম হয় বিশালগড় ব্লকের প্রশিক্ষনার্থী সুমনা ভৌমিক। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন চড়িলাম ব্লকের নবনীতা দেব ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন নলছড় ব্লকের কনিকা চক্রবর্তী।পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তেত্রিশ জন প্রশিক্ষণার্থী দের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সেন্টারের সভাপতি অজয় চক্রবর্তী। সাথে আগামী দিনে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।

ভারত সীমান্তে উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে চিন, অভিযোগ আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ (হি.স.) : চিনের সাথে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে চিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সীমান্তে উস্কানিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ করেছে আমেরিকা। ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের ইন্দো-প্যাসিফিক বিষয়ক সমন্বয়কারী কার্ট ক্যাম্পবেল বলেন, বিশ্ব মঞ্চে একটি মহান জাতি হিসাবে ভারতের ভূমিকা বুঝতে হবে। একটি আমেরিকান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর এ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির সাথে কথা বলার সময় ক্যাম্পবেল বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের বৃহত্তর ভূমিকাকে উতাহিত এবং সমর্থন করতে চায়। ভারতের সাথে ইতিমধ্যেই শক্তিশালী সম্পর্ককে আরও গভীর করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী অন্যান্য দেশের সাথে আমেরিকার জনগণের সম্পর্কের তুলনায় দু দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সবচেয়ে শক্তিশালী।

থিঙ্ক ট্যাঙ্ক "সেন্টার ফর এ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটি" এক প্রতিবেদনে বলেছে, ভারত-চিন সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও সংঘর্ষের ঘটনা বেড়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ভারত ও চিনের মধ্যে সীমান্ত শত্রুতার ক্রমবর্ধমান আশংকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের জন্য দুটি এশিয়ান জায়ান্টদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। ক্যাম্পবেল ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত অস্কার বিজয়ী ডকুমেন্টারি "দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স"-র নির্মাতাদের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি.স.) : অস্কার বিজয়ী ডকুমেন্টারি "দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স"-এর প্রযোজক কার্তিকী গনসালভেস এবং গুনীত মঙ্গা শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনের মতে, অস্কার বিজয়ী তথ্যচিত্র "দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স"-এর নির্মাতা কার্তিকী গনসালভেস এবং গুনীত মঙ্গা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার জয়ের জন্য তাকে অভিনন্দন জানান এবং ভারতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য তার প্রশংসা করেন।

সিলিন্ডার ফেটে বুলন্দশহরে বাড়িতে বিস্ফোরণ, প্রাণ হারালেন ৪ জন

বুলন্দশহর, ৩১ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে ফাঁকা জমির মাঝে অবস্থিত একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। শুক্রবার বুলন্দশহরের দেবীপুর এলাকায়। জেলাশাসক চন্দ্র প্রকাশ সিং বলেছেন, আমরা মাঠের মাঝখানে একটি বাড়িতে একটি বিস্ফোরণের খবর পেয়েছি। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার করি। বিস্ফোরণের কারণ খুঁজতে তদন্ত চলছে।পুলিশ জানিয়েছে, ওই বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি সিলিন্ডার পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের জেরেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তের স্বার্থে স্থানীয় মানুষজনের জন্য কথা বলছে পুলিশ।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা আগরতলায় কামান চৌমুহনী এলাকায় জিরো মাইল স্থানটিতে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য এর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।